ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 September, 2019 ■ আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১৮ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অরুণাচলে চীনা সেনার অনুপ্রবেশ সীমান্তে উত্তেজনার পারদ চড়ছে

ইটানগর, ৪ সেপ্টেম্বর।। উদভ্রান্ত পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে ভারত-সহ গোটা বিশ্ব যখন তোলপাড়, তখন নীরবে, অতি গোপনে দেশের ঈশান কোণে অবস্থিত অরুণাচল প্রদেশের আন্তর্জাতিক সীমা অতিক্রম করে ভারত ভূখণ্ডে চীনা সৈনিকের এক দল অনুপ্রবেশ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

বিশেষ সূত্রের খবর, অরুণাচল প্রদেশের লোয়ার দিবাং ভ্যালি জেলার অন্তর্গত আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী চাকলা গ্রামে চৈনিকের এক দল প্রবেশ করেছে। চীনের চাকলাগাম এলাকার এক পাহাড়ি নদী দুই দেশের সীমা। ওই নদীর ওপর কাঠের সাঁকো তৈরি করে চীনা সেনারা ভারত ভূখণ্ডের অরুণাচল প্রদেশে প্রবেশ করেছে, খবর সূত্রের।

ঘটনা সম্পর্কে রাজ্যের পূর্ব

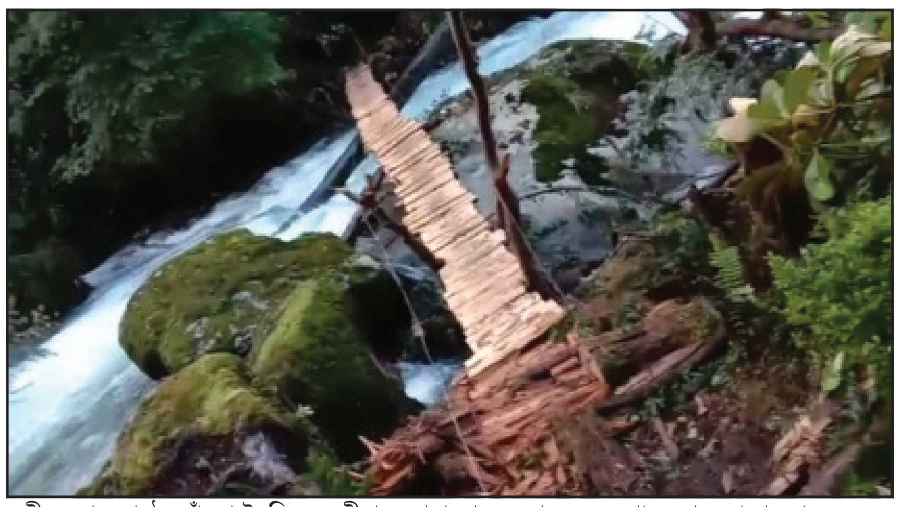

নদীর ওপর কাঠের সাঁকো তৈরি করে চীনা সেনারা ভারত ভূখণ্ডের অরুণাচল প্রদেশে প্রবেশ করেছে।

সংসদীয় আসনের সাংসদ তাপির গাও জানান, আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী চাকলা গ্রামের স্থানীয়দের কাছে চৈনিক অনুপ্রবেশের খবর তিনি পেয়েছেন। গ্রামের বাসিন্দাদারে উদ্ধৃতি দিয়ে তাপির ঘটনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং দফতরে সবিস্তারে রিপোর্ট করেছেন। ফলে চীনা সেনাদের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার অবগত, উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে, দাবি করেছেন বিজেপি সাংসদ তাপির গাও।

সাংসদ গাও বলেন, চৈনিকের অনুপ্রবেশ এই প্রথম নয়। প্রতিবারই তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর রুদ্রমূর্তি দেখে পালিয়েছে। এর আগে গত বছরের অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাঁর নির্বাচনী এলাকা ইস্ট অরুণাচল প্রদেশের আনিনি জেলার অন্তর্গত ইমরাহ ভ্যালিতে চিনা সেনার এক দল প্রবেশ করেছিল। সেবার তারা প্রা চারটি তাবু টাঙিয়ে পূর্ব অরুণাচলের ইমরাহ উপত্যকায় অবস্থান করছিল। কিন্তু ভারতীয় সেনার তাড়া খেয়ে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছিল চীনারা। তারও আগে বেশ কয়েকজন চিনা সেনা রাজ্যের সিয়াং জেলার বিসিং গ্রামের (টুটিং এলাকা) সিয়াং নদীর পূর্ব দিকে এসে পড়েছিল। তারা সড়ক নির্মাণের জন্য বুলডজার-সহ বেশ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচন মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। প্রয়াত বিধায়কের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে চাই। ত্রিপুরায় বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে প্রত্যয়ের সুরে এ-কথা বলেন বিজেপি প্রার্থী মিমি মজুমদার। তাঁর দাবি, রেকর্ড বজায় রেখে প্রচুর ভোটের ব্যবধানে জয় নিশ্চিত।

বুধবার আগরতলার ড্রপগেট এলাকা থেকে সুবিশাল মিছিল করে উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী মিমি মজুমদার মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান । তাঁর সাথে ছিলেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম, প্রদেশ বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত-সহ অন্যান্যরা।

বিজেপি প্রার্থী মিমি মজুমদার বলেন, উপনির্বাচনে জয় সম্পর্কে তিনি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। সাথে যোগ করেন, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের রেকর্ড ছাপিয়ে প্রচুর ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবেন তিনি। তাঁর কথায়, বাধারঘাটবাসীর সেবা করার সুযোগ পাওয়ায় তিনি আপ্লুত। তাঁকে বিধায়ক পদে যোগ্য মনে করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এদিন তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেন, বাধারঘাট কেন্দ্রের প্রয়াত বিধায়কের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে চাই।

বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, আজ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে ঘিরে জনজোয়ার প্রমাণ করেছে বিজেপি নির্বাচনের আগেই জয়ী হয়েছে। তাঁর দাবি, বাম জমানায় বাধারঘাট কেন্দ্রের প্রতি সমস্ত অন্যায়, অবিচার এবং বঞ্চনার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমকে যারা ক্ষমতায় এনেছিল তারাই আজ আমায় প্রশ্ন করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে সিপিএমকে যারা ক্ষমতায় এনেছিল তারাই এখন প্রশ্ন করছে। সরকারের সমালোচনার চেষ্টা করছে। যারা বিধানসভায় বারের লাইসেন্স নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস রাজ্যবাসী জানেন। শুধু তাই নয় নেশা কারবারিদের সাথে কাদের সখ্যতা রয়েছে এবং কারা ধৃত নেশা কারবারিদের ছেড়ে দেওয়ার সুপারিশ করেন। তাদের নাম প্রকাশ করলে তারা মুখ দেখাতে পারবে না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

আজ রাজধানী আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত রাজ্যস্তরীয় নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে নতুন করে মদের লাইসেন্স প্রদান বিষয়ে উৎপন্ন বিতর্ক নিয়ে আলোচকদের জবাব দিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন যে, যারাই বিধানসভায় এইধরনের প্রশ্ন তুলেছেন তাদের আমি বলতে চাই যে প্ররোচনায় আমি পা দেবো না, রাজ্যের জনগণের কথায় আমি উঠব আর বসব। আমি নতুন কিছু করিনি, পুরনো সিস্টেমকেই সাজানোর চেষ্টা করছি। বারের লাইসেন্স দিয়ে আমরা অভিভাবকদের তার মেয়ে বা ছেলেকে শহরের যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা উশৃঙ্খলদের থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করছি মাত্র।

আমরা পরীক্ষামূলকভাবে এই বারগুলিকে সুযোগ দেব। বারগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা, পুলিশ ও অন্যান্য সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখছি যাতে করে কোন ধরনের কোন অবৈধ কাজ না ঘটে। আগরতলাবাসী সবাই জানে কোন কোন হোটেলে এইসব অবৈধ ব্যবসা চলে কিন্তু কেউ এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়নি। আমার সরকার এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে গিয়েই পদক্ষেপটি নিয়েছে। আমার কাছে বহু লোকের তরফ থেকে সুপারিস এসেছে যারা আমায় বিভিন্ন সময় নেশা কারবারিদের ছেরে দেওয়ার জন্য সুপারিস করেছে কিন্তু আমি সেটা হতে দেইনি। তাদের যদি নাম বলে দেই তাহলে ওরা মুখ দেখাতে পারবে না।

তিনি ইতিহাস টেনে আরও বলেন যে এ রাজ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির আবির্ভাবের কারণ ঐসব নেতারাই। হোক সে সিএফডি-র সরকার, জনতা দলের সরকার, কারা এই রাজ্যে সিপিএম কে ফায়দা করে দিয়েছিল তা রাজ্যবাসী জানে। যারা এই রাজ্যকে রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমে কমিউনিষ্টদের হাতে তুলে দিয়ে ২৫ বছর পেছনে ঠেলে দিয়েছিল তারাই আজ বিধানসভায় আমাকে প্রশ্ন করে। আমি নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ব এবং এই সংকল্পে আমি অটল।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সব ধরনের শিল্পের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের শিল্পের কমার্শিয়ালাইজেশন হবে না ততদিন পর্যন্ত এদের মেয়াদ দীর্ঘায়িত হবে না। আর সরকার কমার্শিয়ালাইজেশন করতে পারবেনা তবে অবশ্যই উৎসাহিত করতে পারবে। কমার্শিয়ালাইজেশনের মাধ্যমে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফায়ারিং রেঞ্জের সমর্থনে ডেপুটেশন উন্নয়ন মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরের মনু ছৈলেংটাতে বিএসএফ'র ফায়ারিং রেঞ্জ স্থাপনের দাবিতে কাঞ্চনপুর মহকুমার শাসকের কাছে গণডেপুটেশন দিল কাঞ্চনপুর উন্নয়ন মঞ্চ। ডেপুটেশনের আগে এক মিছিল ফায়ারিং রেঞ্জের সমর্থনে মন ছৈলেংটা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

ফায়ারিং রেঞ্জ স্থাপনের দাবিকে কেন্দ্র করে জনজাতি অংশের লোকজনরা তীব্র আপত্তি জানালেও কাঞ্চনপুর উন্নয়ন মঞ্চ মহকুমার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে মনু ছৈলেংটাতে বিএসএফ'র ফায়ারিং রেঞ্জ স্থাপনের দাবিতে অটুট রয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বুধবার মনু ছৈলেংটায় এক মিছিল ও গণডেপুটেশন সংগঠিত করা হয়। মিছিল শেষে কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের কাছে স্মারক লিপি তুলে দেওয়া হয়। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল মনু ছৈলেংটাতে অবিলম্বে বিএসএফ'র ফায়ারিং রেঞ্জ তৈরি করতে হবে এবং এর ফলে উদবাস্তু জনজাতি অংশের মানুষজনকে উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফায়ারিং রেঞ্জ স্থাপনের যোক্তিকতা বিশ্লেষণ করে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন কাঞ্চনপুর উন্নয়নমঞ্চের নেতা রণজিৎ নাথ। গত ২৬ আগস্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কাঞ্চনপুরে আইটিআই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ বিভ্রাট, তুলাশিখরে মার খেলেন নিগমের কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৪ সেপ্টেম্বর।। ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে অহেতুক মার খেলেন তুলাশিখর সাব-ডিভিশনের নিরীহ নৈশকালীন বিদ্যুৎ কর্মীরা। উত্তেজিত জনতার মারে হাত ভেঙ্গে গেল নিগমের সিনিয়র হেলপার জহর মুন্ডার। এছাড়া আহত হয়েছেন বিপিন দেববর্মা সহ বেশ কয়েকজন বিদ্যুৎ কর্মী। মঙ্গলবার রাত এগারোটায় তুলাশিখর বিদ্যুৎ সাব ডিভিশন কার্যালয়ের ভিতরে ঢোকে উত্তেজিত জনতা লাঠি-সোঠা নিয়ে আক্রমণ চালায় কর্তব্যরত বিদ্যুৎ কর্মীদের উপর।

খবর দেওয়া হয় সিনিয়র ম্যানাজার মনীন্দ্র দেববর্মাকে। অভিযোগ সরকারী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কর্মস্থলে আক্রান্ত বিদ্যুৎকর্মীরা রক্তাক্ত ও আহত অবস্থায় পড়ে থাকলেও কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়নি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জওহর মুন্ডাকে বিদ্যুৎ নিগমের তরফে সাহায্য করা তো দূরের কথা ঘটনার পর দিনও তার খোঁজ খবর নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি বিদ্যুৎ নিগমের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তারা।

সিনিয়র ম্যানেজারের ভূমিকায় নিগমের কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা খবর পেয়ে দমকল বাহিনীকে ফোন করেন। সেখান থেকে দমকল বাহীনি কর্মীরা আহত বিদ্যুৎ কর্মীদের সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক দিবসে ছোটদের নিয়ে বড়দের ক্লাসে ব্যাপক উৎসাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এবছর ৫৮ বছরে পদার্পন করেছে শিক্ষক দিবস। শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং কর্মজীবনে শিক্ষকতা অঙ্গীকার গ্রহণ করতে শিক্ষক দিবসের আগের দিন অর্থাৎ বুধবার রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে বড় ক্লাসের ছাত্ররা ছোট ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিয়ে শিক্ষকতার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেছে।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণান ছিলেন একাধারে দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব এবং রাষ্ট্রপ্রধান। এতসব পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তিনি তার জন্মদিবসটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করতেই ইচ্ছুক প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬২ সালে তার গুণগ্রাহীরা যখন তার জন্মদিবস পালন করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন, তখনই তিনি তার মতামত ব্যক্ত করে জন্মদিবসটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর ড. সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিবসটি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ে তিনি চিরজীবী রয়েছেন। এবছর ৫৮তম শিক্ষক দিবসেও ড. সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণানকে নিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধি দল ত্রিপুরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অ্যাকাডেমি ট্রাস্টের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হবে । এই কর্মসূচির সূচনার অঙ্গ হিসেবে আজ থেকে ত্রিপুরায় স্থাপিত মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর শরণার্থী শিবির ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শন ও সৌহার্দ্য বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ।এই কর্মসূচি চলবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য বুধবার বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা আ.ক.ম. বাহাউদ্দিন বাহার সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর সীমান্ত দিয়ে আগরতলায় আসেন। তাছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের সদস্য-সদস্যা-সহ ৩৫ জনের এক প্রতিনিধি দল আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে রাজ্যে আসেন। কর্মসূচির প্রথমেই আজ তাঁরা আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। সেখানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সাংসদ আ.ক.ম. বাহাউদ্দিন বাহার বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি হিসেবে বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কথায়, মুক্তিযোদ্ধারা দুঃসময়ে ত্রিপুরা-সহ ভারতবর্ষের অন্যত্রও আশ্রয় পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ আমাদের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু।

সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড় আবুল কালাম আজাদ, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ও সংস্কৃতিক বিষয়ক সচিব মহম্মদ আজিজুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজমুল জামান পাখি, অ্যাডভোকেট রস্তম আলি, শফিউল আহমেদ বাবুল প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলন শেষে তাঁরা সবাই পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে অবস্থিত শহিদবেদিতে মাল্যদান করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

এখানে উল্লেখ্য চারদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রালয়, ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং আগরতলাস্থিত বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশন কার্যালয়।

বুধবার সেকেরকোটে দারগাবাড়ি এলাকায় বিএসএফের স্কুল বাসের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় অটো।

স্বপ্নাদেশ ঃ রাস্তা থেকে মন্দিরে জগন্নাথের শিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। স্বপ্নাদেশের বলে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে গ্রামের মন্দিরে সিংহাসনে বসিয়ে পুজোর্চনা হচ্ছে জগন্নাথদেবের এক শিলা। খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে গৃহস্থের বাড়িতে প্রতিদিন শতাধিক কৌতূহলী দর্শনার্থী ভিড় করে নানা উপাচারে পুজো দিচ্ছেন জগন্নাথের শিলাকে। ঘটনা করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি শহর সংলগ্ন পাথারিগ্রামের।

বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা মহল, বিশেষ করে বিজ্ঞানমনস্করা নানা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের রেল মানচিত্র থেকে মুছে যাচ্ছে নদীয়াপুর স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুমারঘাট মহকুমার অধীন নদিয়াপুর রেল স্টেশন ক্রমশ দেশের রেল মানচিত্র থেকে মুছে যেতে বসেছে। হাবভাব দেখে স্থানীয় জনগণ ক্ষোভে ফুঁসছেন।

কয়েক দশক আগে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের অধীনে ত্রিপুরার অন্যান্য রেল স্টেশনের পাশাপাশি কুমারঘাট পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারিত করে নদীয়াপুর স্টেশন স্থাপিত হয়েছিল। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় রেল যোগাযোগের আগে প্রথমে মিটারগেজ চালু থাকলেও বর্তমানে তা ব্রডগেজে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে তখন রেল পরিষেবা কুমারঘাট পর্যন্তই সীমিত ছিল। ফলে নদিয়াপুর স্টেশনটির গুরুত্ব ছিল অসীম।

সম্প্রতি মিটারগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত হওয়ায় কালের যাঁতাকলে ঐতিহ্যবাহী ওই রেলওয়ে স্টেশনটি নানা কারণে ধুঁকতে শুরু করেছে। সংস্কারের অভাবে আজ নদিয়াপুর প্ল্যাটফর্মটি দস্তুরমতো ভুতুড়ে আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। স্টেশন মাস্টার ছাড়াই বছরের পর বছর ধরে চলছে রেলওয়ে স্টেশনটি। সবকিছু জেনেও রেল কর্তৃপক্ষ নীরব ভূমিকা পালন করছেন। স্টেশনটিতে বর্তমানে একদিকে যেমন নেই রাস্তাঘাটের সুবন্দোবস্ত, অন্যদিকে নেই পানীয় জলের সুব্যবস্থা-সহ যাত্রীদের বসার আসন। পরিচর্যার অভাবে গোটা স্টেশন চত্বরে গজিয়ে উঠেছে আগাছা আর জঙ্গল। সন্ধ্যা হলেই সমাজদ্রোহীদের আখড়ায় পরিণত হয় এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী এই স্টেশনটি।

শুধু তা-ই নয়, পুরো স্টেশনের পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য মদের বোতল। বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসী এবং যাত্রীরা বার-কয়েক রেলের ওপর মহলে লিখিত নালিশ জানালেও ফল শূন্য। এলাকার জনগণের আরও অভিযোগ, ত্রিপুরার প্রবেশদ্বার তথা অসম-ত্রিপুরা সীমান্তঘেঁষা উত্তর ত্রিপুরার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় লোকালয়ে হরিণ শাবক, মৃত্যু হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর।। খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে প্রবেশ করে অবশেষে বেঘোরে প্রাণ হারাল একটি হরিণ শাবক। মর্মান্তিক এ ঘটনাটি ঘটেছে অসমের সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন ব্রজেন্দ্রনগর গ্রামে।

জানা গেছে, বুধবার সকালে বছর দেড়েকের একটি হরিণ শাবক জনপদে এসে পায়চারী করছিল। হরিণের বাচ্চা দেখে স্থানীয় কতিপয় কৌতূহলী যুবক তাকে ধরতে ছুটোছুটি করেন। তখন তাকে কয়েকটি লাঠির ঘা-ও খেতে হয়েছে। এক সময় তাদের হাতে ধরা পড়ে নিরীহ হরিণ শাবকটি। তাকে গ্রামের জনৈক গৌরমোহন দাসের বাড়িতে বেঁধে রেখে খবর দেওয়া হয়ে স্থানীয় বন দফতরে।

খবর পেয়ে দুপুরের দিকে দলবল নিষে গৌরমোহন দাসের বাড়ি আসেন পানিসাগর ফরেস্ট প্রটেকশন ইউনিটের ইনচার্জ ফাংকিমা ডার্লং। তাঁরা হরিণ শাবকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান ধর্মনগর পশু হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা হযনি। চিকিৎসা শুরুর প্রায় দুঘণ্টা পর বিকেলের দিকে হাসপাতালে প্রাণ হারায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন, রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি ভারত হিতরক্ষা অভিযানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরে এবং পানিসাগরে বিভিন্ন শিবিরে আশ্রিত ব্রু শরণার্থীদের নিরাপদে মিজোরামে প্রত্যাবর্তন এবং তাঁদের সুরক্ষিত জীবন-যাপন সুনিশ্চিত করার দাবিতে ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈশ-এর কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে ইন্দোর ভিত্তিক ভারত হিতরক্ষা অভিযানের সদস্যরা। পাশাপাশি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন তাঁরা। ত্রিপুরায় গতকাল থেকে তাঁরা ব্রু শরণার্থীদের জন্য গণধরনা ও গণ-অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন।

ওই অভিযানের সদস্য সত্যম দুবেদি-র কথায়, প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে শরণার্থীর জীবন-যাপন করছেন মিজোরামের ব্রু জনজাতিরা। সে-রাজ্যে তাঁদের জীবন সংশয়ে, তাই ত্রিপুরায় তাঁরা পালিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু, তাঁদের কোনও

উন্নয়ন হয়নি। তাঁর অভিযোগ, ব্রু জনজাতিদের উপর অত্যাচার হয়েছে। অথচ, মিজোরাম সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তাই, এখন যেহেতু তাঁরা মিজোরামে ফিরে যাচ্ছেন, তাঁদের নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন-যাপন সুনিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে তাঁদের, দাবি জানান তিনি।

তাঁর বক্তব্য, মিজোরামে ব্রু জনজাতিদের জন্য পৃথক স্বশাসিত জেলা পরিষদের দাবিতে সারা দেশে গণস্বাক্ষর অভিযান চালানো হয়েছে। ওই গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবি সনদ প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অভিযানের আরেক সদস্য ভুবন দেশমুখ বলেন, আজ ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈশ-এর সাথে দেখা করে ব্রু জনজাতিদের স্বার্থ সম্পর্কিত স্মারকলিপি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি। তিনি বলেন, রাজ্যপাল আশ্বাস দিয়েছেন, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হবে । ওই সময় এ-বিষয়ে তিনি রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলবেন। অপর সদস্য ভুপেন্দ্র পোদ্দারের কথায়, ১ থেকে এই কর্মসূচি চলছে। চলবে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । তিনি বলেন, রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পৌঁছে দেওয়ার পর কাঞ্চনপুর এবং পানিসাগরে বিভিন্ন শিবিরে আশ্রিত ব্রু শরণার্থীদের সাথে আমরা দেখা করব । তার পর মিজোরামে গিয়ে সে রাজ্যের রাজ্যপাল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩২৩ ▫ ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ১৮ ভাদ্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

শিক্ষক দিবসের ভাবনা

শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে খুব প্রাসঙ্গিকভাবে একটা প্রশ্ন উঠিয়া আসে। আদর্শ শিক্ষকের সংজ্ঞাটা কী ক্রমশ প্রাসঙ্গিকতা হারাইতেছে? আদর্শ শিক্ষক অর্থাৎ এমন একজন শিক্ষক যাঁহার কথা মনে হইলে হাত দু'ইটা নিজের অজান্তেই একত্রিত হইয়া উঠিয়া আসে কপালে। মনে পড়ে যায় তাঁহার নিরলস পাঠদানের কথা। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তিনি সস্নেহ, অথচ প্রয়োজনে কঠোর শাসকের ভূমিকা নিতেও তিনি পিছপা হন না। কারণ তিনি জানেন যে, যে স্নেহ করে শাসন করার অধিকার শুধু তাঁরই থাকে। আমরা যখন একজন শিক্ষক সম্পর্কে ভাবি আমাদের মনের মধ্যে একজন সৌম্যদর্শন, জ্ঞানী ও শাসন-আদরের মিশেলে তৈরি একজন মানুষের অবয়ব ভেসে ওঠে। ত্রিপুরার বহু প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এক সময়ে এমন শিক্ষক অনেক দেখিয়াছে, তাঁহারা শুধু মাত্র শিক্ষক ছিলেন না, ছিলেন পুরোদস্তর অভিভাবকও। এই শিক্ষকদের সান্নিধ্যে পাইলে, তাঁহাদের কাছ হইতে কিছু শিখিতে পারিলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ধন্য মনে করিত। খুব বেশি দিন নয়, বছর পনেরো কুড়ি আগেও ছবিটা এমনই ছিল। সেই সময় কোনও পড়ুয়া শিক্ষকদের সামনে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেত না। মাথায় ছাতা থাকলে শিক্ষকের সামনে সেটি গুটিয়ে রাখাই ছিল রীতি। শিক্ষকদের খুব সামান্য নির্দেশ পালন করিবাক মধ্যে দিয়েও শিক্ষার্থীরা ভীষণভাবে আপ্লুত হইত। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক তখন শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের গন্ডিতেই আবদ্ধ ছিল না। স্কুল চত্বরের বাহিরেও শিক্ষক সমাজ নিজেরাই ছিলেন এক একটি প্রতিষ্ঠান। অনেক শিক্ষার্থী-শিক্ষক নিজেদের সম্পর্ককে ব্যক্তিগত স্তর পর্যায়েও উন্নীত করিয়াছিলেন। এমন অনেক উদাহরণও আছে যে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল কোনও ছাত্র দিনের পর দিন শিক্ষকের বাড়িতেই পড়াশোনা করিয়াছে। পড়াশোনা থেকে খাওয়াদাওয়া সবই চলিত শিক্ষকের বাড়িতেই। পড়ুয়া-শিক্ষক সুসম্পর্কের অনেক উদাহরণ প্রাচীনকালেও ছিল। শিক্ষকদের ছাত্ররা দেবতারূপে পুজো করিতেন। মহাভারতের একলব্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গুরুর নির্দেশ মানিয়া নেওয়াই ছিল শিষ্যের একমাত্র কর্তব্য। বর্তমানে এই অবস্থার অনেকটাই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনে এখন অত্যাধুনিকতার ছোঁয়া খুবই স্পষ্ট। এর পাশাপাশি একটি শিশুর বড় হয়ে ওঠার পরিবেশেরও পরিবর্তন হইয়াছে। বদলাইছে মানসিকতাও। এসব কিছুরই প্রভাব পড়িতেছে বিদ্যালয়গুলোর উপরে। আবার প্রভাব পড়িতেছে শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্কেও। শিক্ষক ও পড়ুয়াদের সম্পর্কের সেই রসায়ন এখন আর দেখা যায় না। সম্পর্কে কোথায় যেন চলে আসিয়াছে কৃত্রিমতা। শুনতে অবাক লাগিলেও এটাই সত্যি যে, এমন উদাহরণও আছে যেখানে ছাত্র শিক্ষকের গায়ে হাত তুলিতেও দ্বিধা বোধ করে না। মূল্যবোধের ঠিক কতটা অবক্ষয় হইলে এইরকম নিম্নরুচির কাজ করা সম্ভব সেটা ভাবিয়া দেখা উচিৎ নয় কী? আবার কথায় কথায় শিক্ষক ঘেরাও তো এখন ফ্যাশন হইয়া দাঁড়িয়াছে। একজন শিক্ষকের কাছে শুধু মাত্র শিক্ষার্থীর নয়, সমাজেরও কিছু চাহিদা থাকে। তিনি শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী, জীবনোপযোগী শিক্ষা দেবেন। তাহাকে জ্ঞানের পথ দেখাইবেন, আলোর পথের যাত্রী হিসেবে গঠন করিবেন। মানসিক ও শারীরিক দু'ভাবেই পড়ুয়ারা যাতে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে শিক্ষক হইবেন সেই পথের দিশারী। একজন ভাল মানুষ, সুনাগরিক গঠন করিবার দায়িত্বও তো শিক্ষকের উপরেই বর্তায়। কিন্তু বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শিক্ষক সমাজের একাংশ শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে জড়িত গুণাবলীর ধারক নন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের অবনতির মূলে এই কারণকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। একজন আদর্শ শিক্ষক তাঁর জীবনকে ছাত্রছাত্রী গঠনের কাজে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীর কাছে তাঁহার কিছু প্রত্যাশাও থাকে। শিক্ষার্থীরা তাঁহার দেওয়া শিক্ষায় প্রকৃত অর্থেই শিক্ষিত হইবে এটাই একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা। কিন্তু, এই প্রত্যাশা কী আজ পূরণ হইছে? এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এই সম্পর্কের অবনতি তো অবশ্যই হইয়াছে। উল্টোদিকে, কিছু দৃশ্যে আশার আলোও দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও এমন দৃশ্য দেখা যায় যে, প্রিয় শিক্ষকের বদলির প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা ধর্নায় বসিয়া পড়ে। নিঃসন্দেহে সেই শিক্ষকের সমস্ত কর্মজীবনের সেটাই সেরা প্রাপ্তি। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত আছে সমস্ত সমাজ তথা দেশের উন্নয়ন। তাই দু'পক্ষকেই এগিয়ে আসিতে হইবে। পরস্পরের কাছ হইতে নির্দিষ্ট প্রত্যাশাগুলি পূরণের চেষ্টা করিতে হইবে। স্নেহ, ভালবাসা ও সম্মান দিয়া তৈরি হওয়া সম্পর্কের ভিত কোনওভাবেই যেন নষ্ট না হয় এটাই কাম্য। এই পবিত্র সম্পর্ককে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের করা উচিত। তবেই দেশের উন্নতি সম্ভব। এটাই হোক শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা।

সমর্পিতার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। সমর্পিতা সামাজিক কল্যানকামী সংস্থার দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে ৩১ আগস্ট কলেজটিলাস্থিত ঈশ্বর পাঠশালায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ ও বিদ্যালয়কে একটি স্টলের আলমারী প্রদান ও সবাইকে মিষ্টি দেওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যায় সমর্পিতার কেন্দ্রিয় কার্যালয় শ্রীপর্ণতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ১ সেপ্টেম্বর প্রেসক্লাবে সন্ধ্যা ৬টায় সদস্যাবৃন্দের উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন শেষে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে 'নারী ও শিশুদের যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা সভা, সমর্পিতা সম্মাননা প্রাপক বিশিষ্ট সমাজসেবী অঞ্জলি সরকারের হাতে মানপত্র প্রদান এবং আর্থিক অস্বচ্ছল কৃতি ৫ জন শিক্ষার্থীর হাতে আর্থিক অনুদান, শিক্ষা সামগ্রী ও উপস্থিত ৩৫ জন ছাত্রীর হাতে শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সভায় উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজলক্ষী চৌধুরী, প্রধান আলোচক বিশিষ্ট আইনজীবি জয়িতা দেবনাথ। স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার সম্পাদিকা স্বর্নিমা রায়, সভাপতিত্ব ও বক্তব্য রাখেন সংস্থার সভানেত্রী ড. প্রণতি মোদক। সমর্পিতার এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা সরকার নির্দিষ্ট কিছু হোটেলে বার খোলার এবং আরো ২৩টি বিলাতী মদের দোকান খোলার লাইসেন্স প্রদান করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, রাজ্যে যখন মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের প্রসার বেড়েই চলছে এবং যার ফলশ্রুতিতে ধর্ষণ, খুন, বধু হত্যা, নারী পাচার, চুড়ি, ছিনতাই সহ অসামাজিক কাজ ও অপসংস্কৃতির জোয়ার বইছে, নেশার কারণে বহু ঘরে অশান্তি লেগেই আছে এবং কত ছেলে মেয়ের জীবন অকালে ঝরে যাচ্ছে, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সহ সকল প্রকার ক্রাইম বেড়েই চলছেষ তখন সরকার এই বন্ধ করার জন্য সুদৃড় পদক্ষেপ নেবার পরিবর্তে কিছু রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বার ও মেদের দোকানের লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন এই হটকারী সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধীতা করছে এবং অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে।

স্কুলের ব্যাগটা ভারীই রয়ে গেল

পুলক মিত্র

'স্কুলের ব্যাগটা বড্ড ভারী, আমরা কি আর বইতে পারি/ এও কি একটা শাস্তি নয়, কষ্ট হয় কষ্ট হয়, কষ্ট হয়/ আমার কষ্ট বুঝতে চাও, দোহাই পড়ার চাপ কমাও/ কষ্ট হয়, কষ্ট হয়। স্কুল পড়ুয়াদের কষ্টের কথা তুলে ধরতে ১৯৯৬-এ এই গানটি লিখেছিলেন কবীর সুমন। সেই সময় গানটি বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছিল। এরপর প্রায় আড়াই দশক কেটে গিয়েছে। এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা, বিতর্কও হয়েছে। নানা শলাপরামর্শ, বিশেষজ্ঞদের মতামত বাদ যায়নি কিছুই। যেমনটি আমাদের দেশে হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। সেই নির্দেশিকার পর প্রায় এক বছর কাটতে চলল। এর মধ্যে পরিস্থিতি বদলেছে কি? ভারী ব্যাগটা কি একটু হালকা হয়েছে? এককথায় উতত্র হল ---না।

কেন্দ্রে নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্কুলগুলি চলছে তাদের নিজস্ব নিয়মেই। একটু নজর করলেই দেযা যাবে, আগের মতোই এখনও ব্যাহভর্তি বই নিয়ে পড়ুয়াদের স্কুলে যেতে হচ্ছে। রুটিন অনুযায়ী নির্ধারিত বই ক্লাসে না নিয়ে গেলে, সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীকে বকুনি বা শাস্তির মুখেও পড়তে হচ্ছে। এমন নজিরও রয়েছে ভুরি ভুরি। তাই ইচ্ছে না থাকলেও, সব কটি ক্লাসের বইখাতা নিয়ে ছাত্রছত্রীদের স্কুলে যেতে হচ্ছে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, কেন্দ্রে নির্দেশ সত্ত্বেও স্কুল কর্তপক্ষের টনক নড়েনি। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা তুলে ধরছি। এ বছরের এপ্রিল মাসে হাওড়ার লিলুয়ার এক স্কুলে দশম শ্রেণির এক ছাত্রী পাঁচতলার সিঁড়ি থেকে বিপজ্জনকভাবে পড়ে গিয়ে গুরতর আহত হয়। ঘটনার জেরে তার মেরুদণ্ডে জটিল অপারেশন পর্যন্ত করতে হয়। পরে জানা যায়, পিঠে ভারী ব্যাগের বোঝা সামলাতে না পেরে ওই ছাত্রী পড়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে পিঠে ভারী ব্যাগ বহনের ফলে পড়ুয়াদের

নানারকম শারীরিক সমস্যার শিকার হতে হচ্ছে। এ নিয়ে চিকিৎসকরা বারবার সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। কিন্তু কাজ হয়নি কিছুই। চিকিৎসকদের মতে, ভারী ব্যাগ থেকে স্পাইনাল কর্ডের ক্ষতি হতে পারে। স্নায়ুতে চাপ পড়তে পারে। হাতে পায়ে যন্ত্রণা হতে পারে। এছাড়া নানা ধরনের শারীরিক উপসর্গও দেখা দিতে পারে, যা বইতে হবে সারা জীবন ধরে।

বেশ কয়েক বছর আগে ইন্ডিয়ান জার্নাল অ পেডিয়াট্রিকস-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, বেশি ওজনের ব্যাগ বহনের কারণে ৩০ শতাংশ শিশু পিঠের ব্যাথার শিখার হচ্ছে। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়শনের মতে ভারী ব্যাগ বহনের ফলে শিশুদের স্থায়ী শারীরিক ক্ষতি হয়ে থাকে। বয়ঃসন্ধিকালে হাড়ের কাঠামো ঠিক হয়। এ সময় পিঠে বেশি ওজন বহন করা স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

গত বছরের মে মাসে এক জনস্বার্থ মামলায় রায় দিতে গিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্ট বলেছিলে, শিশুরা ভারোত্তোলক নয়। সেই সঙ্গে স্কুলেব্যাগের ওজন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে নির্দেশিকা জারি করতে বলেছিল। তারই সূত্র ধরে নভেম্বরে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্র। কী ছিল ওই নির্দেশিকায়? দেশের সবকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পাঠানো নির্দিশিকার কেন্দ্র জানিয়েছিল, স্কুলের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের কোনওরকম হোমওয়ার্ক দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ এই দুই শ্রেণির পড়ুয়াদের বাড়িতে আলাদা করে পড়াশোনার কোনও প্রয়োজন নেই। পরের দিন কোন কোন বিষয়ের বই স্কুলে আনতে হবে, প্রতিদিন ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে শিক্ষকদের তা পরিষ্কার লিখে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রে নির্দেশিকায়।

ক্লাস অনুযায়ী ব্যাগের ওজনও বেঁধে দিয়েছিল মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক। সিবিএসই এবং আইসিএসই কর্তৃপক্ষকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ব্যাগের ওজন কোনওমতেই ১.৫ কেজির বেশি হবে না। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য ব্যাগের ওজন হবে সর্বোচ্চ ২ থেকে ৩ কেজি। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ক্ষেত্রে ব্যাগের ওজন সর্বোচ্চ তিন থেএক সাড়ে তিন কেজি, অষ্টম ও নবম শ্রেণির জন্য ৪ কেজি এবং দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে ব্যাগের ওজন ৫ কিলোগ্রামের মধ্যে রাখতে হবে। চাপিয়ে দেওয়া এই নির্দেশিকা বাস্তববর্জিত এবং হাস্যকর। তাঁরা বলছেন, এ ধরনের সিদ্ধান্তের আগে পড়ানোর পদ্ধতি, পাঠক্রম পরীক্ষা ব্যবস্তায় যে ধরনের পরিবর্তন আনা জরুরি ছিল তা করা হয়নি। ছাত্রাছাত্রীর স্কুলে নামমাত্র বই নিয়ে এলে সিলেবাস শেষ হবে কীভাবে? প্রশ্ন তুলেছেন মধ্য কলকাতার এক নামি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষক কিস্কর গুপ্ত। তাঁর আরও প্রশ্ন, পুরনো পদ্ধতি মেনে এখনও ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে কেন? অন্য এক শিক্ষকের মতে, ক্লাসেই বই রেখে পড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। বেশিরভাগ স্কুলেই বই রাখার কোনও পরিকাঠামো নেই। হাতে গোনা মাত্র উচ্চমানের কয়েকটি স্কুলে এই ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। শুধু কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমস্যাটা গোটা দেশেরই।

স্কুলব্যাগ নির্দেশিকা না মানলে, কড়া শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছিল কেন্দ্র। মানবসম্পদ বিকাশন্ত্রকের নির্দেশ মানার ব্যাপারে স্কুলগুলির মধ্যে তেমন গরজ বা সদিচ্ছা দেখা যাচ্ছে না। দু'একটি স্কুল ব্যবস্থা নিলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি বদলায়নি। এ নিয়ে নানারকম সাফাই দিতে ব্যস্ত বিভিন্ন স্কুল কর্তপক্ষ। তাই যথই কষ্ট হোক, ব্যাগভর্তি বইখাত নিয়ে আগের মতোই স্কুলে ছুটতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। এই কষ্টের শেষ কোথায়? ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হচ্ছে জেনেও স্কুলগুলি এত নির্বিকার কেন? শুধুমাত্র নির্দেশ জারি করেই দায় সেরেছে কেন্দ্র নির্দেশ আদৌ কার্যকর হচ্ছে কিনা, তা দেখবে কে? আর কতকাল ভারী ব্যাগের বোঝা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যেতে বাধ্য করা হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় কার?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অসমের মধ্যে একটুকরো কাশ্মীর মাথা তুলছে?

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

অসমও যে এভাবে একটুকরো কাশ্মীর হয়ে উঠবে কেউ কি কখনও ভেবেছিল? সম্ভবত না। অন্তত আমি তো কোনও দিন ভাবেতই পারিনি।

সেই কবে, নয়ের দশকের মাঝামাঝি হবে, কাশ্মীর উপত্যকার সরকারি হাসপাতাল, ডাক্তার, ওষুধের দোকান, রোগী, মনোবিদ, সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক, মসজিদের ইমাম, ইসলামি স্কলার ও সাধারণ শান্তিপ্রিয় ভীরু আয়েশি এবং আলসেমিতে ডুবে থাকা মানুষের সঙ্গে কথা বলে অদ্ভুত সব তথ্য পেয়েছিলাম। জেনেছিলাম, সন্ত্রাসবাদী ও সেনাদের রক্তচক্ষুর চাহনির মাঝে বাস করতে করতে উপত্যকায় মনোরাগীর সংখ্যা মারাত্মক বেড়ে গিয়েছে। বেড়েছে স্নায়ুর অসুখ। বিস্ফোরণে হাত পা খোয়ানো মানুষের জন্য কৃত্রিম অঙ্গপ্রতঙ্গ, বিশেষ করে 'জয়পুর ফুট' -এর চাহিদা বেড়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে রক্তাচাপ, স্নায়ুবৈকল্য স্বাভাবিক করা ও ঘুমের ওষুধের বিক্রিবাটা। হাসপাতালে হৃদরোদীদের সংখ্যা গগনমুখী। গ্রাম-শহরের বাচ্চা ছেলেগের দেখেছি, খেলনা-বন্দুক কেনার বায়না করতে। ফারুক আবদুল্লার নির্বাচন কেন্দ্র গন্ধেরবালে দেখেছিলাম বাচ্চার দু'ভাগে ভাগ হয়ে মিলিটারি জঙ্গি খেলছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা যেমন চোর-পুলিশ খেলে থাকে। সার্থক্য একটাই, দু'দলের ছেলেপিলেদের হাতেই খেলনা-বন্দুক। ফটাফট আওয়াজ হচ্ছে তাতে। গুলিতে বেশি মারা যাচ্ছে ফৌজিরা। এক একজন জওয়ান মরছে আর ফিদায়ে জঙ্গিরা সোল্লাসে ফেটে পড়ছে ।

সন্ত্রাসবাদের দৌলতে অশান্ত কাশ্মীরি জনতার এই 'বিহেভেরিয়াল চেঞ্জ' বা আচরণগত পরিবর্তনের খবর সেই সময় লিখেছিলাম। কেমন যেন অদ্ভুত লেগেছিল যখন জেনেছিলাম, সমগ্র উপত্যকার মানুষের কাছে 'ইন্ডিয়া' ও তার সবকিছু চরম ঘৃণিত হলেও একটি মাত্র ভারতীয় সংস্থা, যারা তাদের ব্যবসা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে গিয়েছে---ভারতীয় জীবনবিমা কর্পোরেশন বা 'এলআইসি'। সেই থেকে আজও কাশ্মীর অশান্তই রয়ে গিয়েছে। সরকারি হিসাবেই সেখানে অকালে মারা গিয়েছেন ৪২ হাজারেরও বেশি মানুষ। কী আশ্চর্য, 'অসমের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি' (এনআরসি) প্রকাশের মাত্র ক'দিন অগে ঠিক এই ধরনের এক রিপোর্ট মনকে কেমন অবশ করে দিল। মানবাধিকার নিযে কাজ করা দিল্লির সংগঠন 'ন্যাশনাল ক্যাম্পেন এগেনস্ট টাচার' বা 'এনসিএটি' অসমের মানুষের উপর এক সমীক্ষা চালিয়ে ওই রিপোর্ট তৈরি করেছে। এনআরসি-তে নাম তুলতে যাঁরা হিমশিম খাচ্ছেন, এমন মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা জানিয়েছেন, ৮৯ শতাংশ চূড়ান্ত উদ্বোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। উদ্বেগ দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া নিয়ে। চাকরিচ্যুত হওয়া নিয়ে। ডিটেনশন ক্যাম্পে ('ডি ক্যাম্প') বছরের পর বছর কাটানোর আতঙ্কে। পরিবার-পরিজন থেকে জবরদস্তি আলাদা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, অসমের উদ্বিগ্ন মানুষজনের খিদে মরে গিয়েছে। ঘুম কমে গিয়েছে। রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছে। মানুষজন খিটখিটে হয়ে পড়েছেন। অকারণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন অনেকেই। অবসাদের চুর চুর হয়ে অত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন বহু মানুষ।

এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার আগে ও পরে অসমে ৩৫ জনের ও বেশি মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। ক'দিন ধরে শুধু এটাই ভেবে চলেছি, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তৈরির সিদ্ধান্ত একটা স্বাভাবিক রাজ্যকে চার বছরের মধ্যে কীভবে একটুকরো কাশ্মীর করে ছাড়াল। আরও ভাবছি, এর শেষ কোথায়।

এই ভাবনার কারণ দু'টি । প্রথমত, এনআরসি-র এই তালিকা দেখে সবচেয়ে 'অ-খুশি' তারাই, গত চার-পাঁচ বছর ধরে যারা এই দাবিকে আন্দোলনের পর্যায়ে তুলে নিয়ে গিয়েছে। যেমন, অসম রাজ্য বিজেপি, অসম গণ পরিষদ এবং অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আসু) । শুধু অখুসি বললে হয়তো কিছুই বলা হবে না, তালিকাকে তারা খারিজ করেছে। বিজেপির প্রদেশ নেতারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভেবে রেখেছেন, এনআরসি-র 'হিরো' কোঅর্ডিনেটর প্রতীক হাজেলা এখন এঁদের চোখে সাক্ষাৎ 'ভিলেন'। তাঁদের বিস্ময়, তালিকায় নাম না-ওঠাদের মধ্যে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুরা কী করে বেশি হয়। তাঁরা তো অনুপ্রবেশজনিত কারণে জনবিন্যাসের অসাম্য দূর করে অসমকে ফের অসমিয়া প্রধান রাজ্য করতে চেয়েছিলেন। তাহলে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু বাঙালির আধিক্য কী করে সম্ভব হতে পারে? এনআরসি-র আবেদনপত্রে ধর্ম সংক্রান্ত কোনও তথ্য জানানোর অবকাশ ছিল না। কাজেই নাগরিকপঞ্জিতে নাম না-থাকা ১৯ লাখ জনতার কতজন হিন্দু আর কতজন মুসলমান তা সরকারিভাবে জানানো হয়েনি। কিন্তু তালিকা দেখে বিজেপি নেতাদের ধারাণা, ১৯ লাখের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ১২ লাখ। এই তথ্যে তাঁরা অখুশি ও বিভ্রান্ত। বলেছেন, চার বছর পর যা হল তা 'পর্বতের মূষিক প্রসব'।

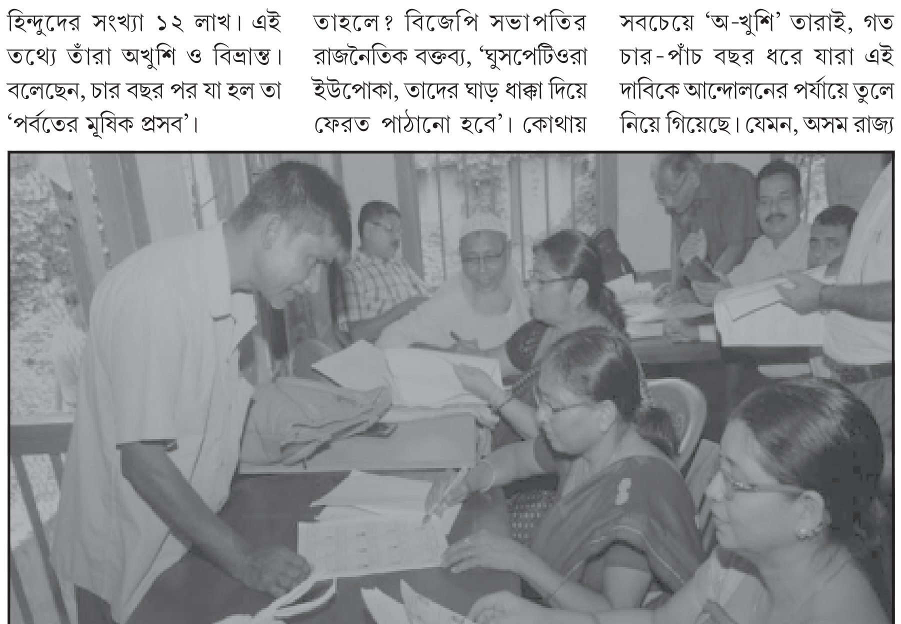

এখান থেকেই দ্বিতীয় ভাবনার জন্ম। সেই ভাবনা স্রেফ এমনি এমনি নয়। এনআরসি-র ধাক্কা সামলাতে বিজেপি এখন 'নাগরিকত্ব আইন সংশোধন'-এর উপর জোর দিতে শুরু করেছে হিন্দু মানসিকতার ক্ষতে প্রলেপ দিতে বিজেপির রাজ্য নেতারা এখন বলছেন, বাদ পড়া হিন্দুদের তাঁরা নতুন আইন করে নাগরিকত্ব দেবেন।

বড় প্রশ্ন অন্যত্রও। নির্বাচন কমিশন পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশে ভোটার তালিকা ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ শুরু করেছে। ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত এই কাজ চলবে। এই কাজের আওতা থেকে অসম বাদ যায়নি। কেন যায়নি প্রশ্ন সেটাই। ১৯ লাখ মানুষ নাগরিকত্ব প্রমাণের সুযোগ পাচ্ছেন ১২০ দিন। মানে, চারমাস। এই সময়েরম ধ্যে তাঁদের 'ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল'-এ (এফটি) আবেদন জানাতে হবে। সেখানে বাদ পড়লে উপায় বলতে প্রথমে হাইকোর্ট, পরে সুপ্রিম কোর্ট। অথচ ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ভোটার ঝাড়াইবাছাই শেষ হচ্ছে। এটা কোন যুক্তিতে?

এর চেয়েও বড় প্রশ্ন 'অনাগরিক' বলে যাঁরা শেষ পর্যন্ত চিহ্নিত হবেন, তাদের ভবিষ্যৎ কী? তাঁদের কি বাকি জীবন 'ড ক্যাম্প'-এ কাটাতে হবে? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, তিন বছরের বেশি কাউকে 'ডি ক্যাম্প'- রাখা যাবে না। তাহলে? বিজেপি সভাপতির রাজনৈতিক বক্তব্য, 'ঘুসপেটিওরা ইউপোকা, তাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেরত পাঠানো হবে'। কোথায় পাঠাবে? বাংলাদেশে? কিন্তু বাংলাদেশের গিয়ে বিদেশমন্ত্রী তো বলে এসেছেন, 'এনআরসি' ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণে নেই তাহলে?

এই 'তাহলে'-র স্পষ্ট কোনও উত্তর সরকারের কারও কাছে নেই। নেই বলেই আন্তর্জাতিক মহলে জাগছে নানা আশঙ্কা। নানা সংশয়। নানাভাবে সেই আশঙ্কার কথা প্রকাশিতও হচ্ছে। ফলে নষ্ট হচ্ছে ভারতের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তির। সরকারের 'কাশ্মীর সিদ্ধান্ত' আন্তর্জাতিক দুনিয়াকে নতুনভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। কতদিনে ও কীভাবে তার সামাল দেওয়া যাবে কারও জানা নেই। উপত্যকারই বা কী হাল হবে অজানা। এই গোদের উপর বিষফোড়ার মতো মাথা তুলেছে অসমের এনআরসি। বিপাকে পড়ে বিদেশ মন্ত্রক এনআরসি নিয়ে দীর্ঘ এক ববৃিতি পেশ করেছে। বলেছে, অসমে যা কিছু হচ্ছে তা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে। সরকার নিজের ইচ্ছায় কিছু করছে না এ জন্য সরকার দায়ী নয়। আরও বলেছে, কারও মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে না চূড়ান্ত পর্যায় শেষ না হলে কেউ 'অ-নাগরিক' বলে বিবেচিত হবে না। ততদিন পর্যন্ত কারও সুযোগ-সুবিধা বিন্দুমাত্র কেড়ে নেওয়া হবে না।

এই ভাবনার কারণ দু'টি । প্রথমত, এনআরসি-র এই তালিকা দেখে সবচেয়ে 'অ-খুশি' তারাই, গত চার-পাঁচ বছর ধরে যারা এই দাবিকে আন্দোলনের পর্যায়ে তুলে নিয়ে গিয়েছে। যেমন, অসম রাজ্য বিজেপি, অসম গণ পরিষদ এবং অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আসু) । শুধু অখুসি বললে হয়তো কিছুই বলা হবে না, তালিকাকে তারা খারিজ করেছে। বিজেপির প্রদেশ নেতারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভেবে রেখেছেন, এনআরসি-র 'হিরো' কোঅর্ডিনেটর প্রতীক হাজেলা এখন এঁদের চোখে সাক্ষাৎ 'ভিলেন'। তাঁদের বিস্ময়, তালিকায় নাম না-ওঠাদের মধ্যে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুরা কী করে বেশি হয়। তাঁরা তো অনুপ্রবেশজনিত কারণে জনবিন্যাসের অসাম্য দূর করে অসমকে ফের অসমিয়া প্রধান রাজ্য করতে চেয়েছিলেন। তাহলে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু বাঙালির আধিক্য কী করে সম্ভব হতে পারে? এই তথ্যে তাঁরা অখুশি ও বিভ্রান্ত। বলেছেন, চার বছর পর যা হল তা 'পর্বতের মূষিক প্রসব'। এনআরসি-র আবেদনপত্রে ধর্ম সংক্রান্ত কোনও তথ্য জানানোর অবকাশ ছিল না। কাজেই নাগরিকপঞ্জিতে নাম না-থাকা ১৯ লাখ জনতার কতজন হিন্দু আর কতজন মুসলমান তা সরকারিভাবে জানানো হয়েনি। কিন্তু তালিকা দেখে বিজেপি নেতাদের ধারাণা, ১৯ লাখের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ১২ লাখ।

আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনকারী প্রশ্ন তবু তুলেই চলেছে। বলছে, লাখ লাখ মানুষের নাগরিকত্ব ও অধিকারের প্রশ্ন যেখানে জড়িত তা কী করে কোনও দেশের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' হতে পারে? এই যুক্তিতে সিংকিয়াং প্রদেশে 'উইঘু' মুসলমানদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রেখে দেওয়াটা চিনের অব্যন্তরীণ বিষয়ে'। নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে অস্ট্রেলিয়া হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে ঠেলে পাপুয়া নিউগিনিতে পাঠিয়েছে। সেটাও তাদের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়'। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গণহত্যাকে পাকিস্তান তাঁর 'অভ্যন্তরীণ বিশয়'। বলেছিল। ভারত তাহলে কেন ছুটে গিয়েছিল?

আরএসএস ও বিজেপির 'কোর ইস্যু' গুলোর রূপায়ণ মোদি সরকারকে ক্রমশ কোণঠাসা করছে। অসম -সহ সারা দেশে নাগরিকপঞ্জি তৈরিরও তাদের 'কোর বিষয়'। ১৯ লাখ লোক মানে অসমের মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশ। এত মানুষকে মনুষ্যেতর জীবনযাপনে বাধ্য করা ভয়াবহ অনিশ্চয়তাকে আবাহন করারই শামিল। সব রাজ্যে একটুকরো কাশ্মীর মাথাচাড়া দিলে, অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে, তা আর যাই হোক দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে না। বিসেষ করে সেই দেশ যারা ৫ ট্রিলিয়ন অর্থনীতি ছুঁতে লস্ফঝম্প শুরু করে দিয়েছে।

(মতামত নিজস্ব)

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

জাতীয় পার্টিতে দেবর-ভাবির বিরোধ চরমে উঠেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৪।। চেয়ারম্যানের পদের পর এবার সংসদে বিরোধীদলীয় নেতার পদ নিয়ে জাতীয় পার্টিতে দেবর-ভাবির বিরোধ চরমে উঠেছে।জি এম কাদেরকে সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা করতে জাতীয় পার্টির প্যাডে পাঠানো চিঠি নিয়ে আপত্তি তুলে দলটির জ্যেষ্ঠ কো-চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ পাল্টা চিঠি দিয়েছেন স্পিকারকে।

বুধবার পাঠানো এই চিঠিতে বলা হয়েছে, দলীয় ফোরামে কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই জি এম কাদের মঙ্গলবার স্পিকারকে চিঠি দেন, যে চিঠিতে তাকে বিরোধীদলীয় নেতা ঘোষণা করার আহ্বান জানানো হয়।স্পিকারকে চিঠি পাঠানোর আগে গুলশানের বাড়িতে সভাপতিমণ্ডলীর কয়েকজন সদস্য ও সংসদ সদস্যকে নিয়ে আড়াই ঘণ্টা বৈঠক করেন সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা রওশন।ওই বৈঠকের পর জানানো হয়েছে, সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন রওশন।স্বামী এইচ এম এরশাদের মৃত্যুর পর সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলা রওশন এই প্রথম গণমাধ্যমের সামনে আসতে যাচ্ছেন।

এদিকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসা জি এম কাদের বলেছেন, গঠনতন্ত্র অনুসরণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের সম্মতি নিয়েই তাকে বিরোধীদলীয় নেতা করতে চিঠিটি পাঠানো হয়।জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান এরশাদ বেঁচে থাকার সময়ও স্ত্রী ও ভাইয়ের বিরোধ সামাল দিয়ে চলছিলেন। ভাইকে উত্তরসূরি ঘোষণা করে ভাই কাদেরকে দলে নিজের পরের স্থানটি দিতে কো-চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করেছিলেন তিনি; তাতে রওশনু্ব্ধ হওয়ার পর তার জন্য জ্যেষ্ঠ কো-চেয়ারম্যানের আরেকটি পদ সৃষ্টি করা হয়।গত জুলাই মাসে এরশাদ মারা যাওয়ার পর জি এম কাদের ভাইয়ের ‘ইচ্ছায়’ চেয়ারম্যানের পদ নেওয়ার পর তা নিয়েু্ব্ধ হয়েছিলেন রওশন। এরপর মঙ্গলবার স্পিকারকে জি এম কাদের চিঠি পাঠানোর পর দুই পই এখন মুখোমুখি।চিঠিতে জি এম কাদের লিখেছিলেন, এরশাদের মৃত্যুতে শূন্য সংসদে বিরোধীদলীয় নেতার পদে তাকে বসাতে জাতীয় পার্টির সভাপতিমণ্ডলী সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দলের ২৫ জন্য সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশও তাতে সমর্থন দিয়েছে।ওই চিঠি নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছেন রওশনের অনুসারীরা; যারা জি এম কাদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়েও আপত্তি তুলেছিলেন।

বুধবার বিকালে স্পিকারের কার্যালয়ে বিরোধীদলীয় উপনেতা রওশনের সই করা চিঠিটি নিয়ে যান জাতীয় পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাংসদ মুজিবুল হক চুন্নু। তিনি বলেন,জি এম কাদের সংসদে দলের প্রধান হতে যে চিঠি দিয়েছেন, তা যথাযথ হয়নি জানিয়ে এই চিঠি দিয়েছেন রওশন ম্যাডাম। দলীয় ফোরামের সিদ্ধান্ত ছাড়া ওই চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে এই চিঠিতে বলা হয়েছে।

স্পিকারকে চিঠি লেখার আগে বুধবার দুপুর ১২টায় রওশন তার গুলশানের বাড়িতে দলের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে নিয়ে বৈঠক করেন।বৈঠকে ছিলেন জাতীয় পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর তিন সদস্য ও সাংসদ আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মুজিবুল হক চুন্নু ও ফখরুল ইমাম।জি এম কাদেরের অনুসারী হিসেবে পরিচিত হলেও রওশনের বাড়িতে এ বৈঠকে যোগ দেন জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও ঢাকা দণি কমিটির সভাপতি শফিকুল ইসলাম সেন্টু।আড়াই ঘণ্টার বৈঠক থেকে বেরিয়ে চুন্নু সাংবাদিকদের বলেন, জাতীয় পার্টির পার্লামেন্টারি কমিটির কোনো বৈঠক ছাড়া স্পিকারকে দেওয়া জি এম কাদেরের চিঠিটির কোনো দাম নাই।তিনি বলেন,জি এম কাদের পার্লামেন্টারি কমিটির কোনো বৈঠক না করেই লুকিয়ে এই চিঠি দিয়ে থাকলেও আমি ও আমরা সে বিষয়ে কিছু জানি না। আমি তো এক নগণ্য এমপি। আমাকে তো কোনো নোটিস বা ফোন দেওয়া হয়নি। যে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে শুনছি, সেটি প্রপার না।আনিসুল ইসলাম মাহমুদ জানান, বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় রওশন এরশাদ তার বাড়িতে ‘জরুরি সংবাদ সম্মেলন’ ডেকেছেন। এতে দলের রাজনীতি নিয়ে রওশন এরশাদ নিজেই সাংবাদিকদের ব্রিফ করবেন।চুন্নু বলেন, বিরোধীদলীয় উপনেতা হিসেবে একমাত্র রওশন এরশাদই জাতীয় পার্টির পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠক ডাকতে পারেন।জাতীয় পার্টির অধিকাংশ সাংসদের সেন্টিমেন্ট রওশন এরশাদের পে। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পর তারা তাকেই দলের চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চান, দেখতে চান সংসদে নেতা হিসেবেও,বলেন চুন্নু।আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, সংসদে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচন করতে গেলে পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠক ডাকার এখতিয়ার একমাত্র উপনেতা রওশন এরশাদেরই আছে। যেহেতু সংসদে আমাদের নেতা নাই, উপনেতা আছেন। তিনি তো ডাকবেন সভা।

সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা মন্ত্রী এবং উপনেতা প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা পান। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী বিরোধীদলীয় নেতা ও উপনেতা নিয়োগ দেন স্পিকার।কাদেরের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও চুন্নু।আনিসুল বলেন,আমার জানামতে, উনি (জি এম কাদের) এখনও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। কোনো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তো উনি চেয়ারম্যান হননি। কোনো এক জন একটা মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে বলবে, আমি চেয়ারম্যান,এটা তো হতে পারে না।আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও চুন্নু এসময় একযোগে বলেন, ‘হি ইজ নট চেয়ারম্যান’।

জি এম কাদের দাবি করেছেন, দলের চেয়ারম্যান হিসেবে তার ভাই এরশাদ যেভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন, তিনিও সেভাবেই নিয়েছেন।তিনি বুধবার বিকালে সাংবাদিকদের বলেন, “বিরোধীদলীয় নেতা মনোনয়ন প্রশ্নে জোর করে কিছু করা হয়নি। জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চিঠি দেওয়া হয়েছে।”চুন্নু, আনিসুলদের নানা জানানোর অভিযোগ নিয়ে কাদের বলেন,আমরা ফোনে সংসদ সদস্যদের জিজ্ঞেস করেছি। তারা সম্মতি দিয়েছে। লিখিত দিতে বলা হলে ১৫ জন সম্মতিপত্র দিয়েছে।২৫ জনের মধ্যে ১৫ জন সম্মতি দিলে আর কিছু লাগে না। তাই অন্যদেরকে বলা হয়নি। এখন আরও অনেকে দিতে চাচ্ছে। প্রয়োজন নেই বলে নেওয়া হচ্ছে না।সংসদীয় দলের বৈঠক না করার নিয়ে তিনি বলেন,এরশাদ সাহেব যখন বেঁচে ছিলেন, তিনিও কিন্তু এভাবে বিরোধীদলীয় নেতা হয়েছিলেন, আমাকে বিরোধীদলীয় উপনেতা করেছিলেন। পরে আমাকে সরিয়ে রওশন এরশাদকে উপনেতা করা হয়, তখনও কিন্তু পার্লামেন্টারি পার্টির কোনো মিটিং হয়নি।সংসদীয় দলের সভা ডাকার এখতিয়ারও তার বলেই দাবি করেন জি এম কাদের।অন্য কেউ পার্লামেন্টারি পার্টির সভা ডাকতে পারে না। ডাকতে হলে আমিই ডাকব।

এদিকে এরশাদের মৃত্যুর পর শূন্য হওয়া রংপুর-৩ আসনে জাতীয় পার্টির মনোনয়ন নিয়েও এরশাদ পরিবারে শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব।রওশন এরশাদের ছেলে সাদ এরশাদ ওই আসনে প্রার্থী হতে মঙ্গলবার দলের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন এরশাদের ভাই মোজাম্মেল হোসেনের ছেলে মকবুল হোসেন শাহরিয়ার আসিফও।সাদ ও আসিফ সমর্থকরা ইতোমধ্যেই দ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন। রংপুরে দুপরে সমর্থকদের মধ্যে মারামারিও হয়েছে।মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন জি এম কাদেরের অনুসারী হিসেবে পরিচিত দলের যুগ্ম মহাসচিব এস এম ইয়াসির; যিনি রংপুর জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

বিএনপি রাজনীতিতে ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৪।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ভোটের রাজনীতিতে বিএনপি ক্রমেই আরও সংকুচিত হচ্ছে। দলটি এখন অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে এবং ভবিষ্যৎকে বিপন্ন মনে করে দলের নেতারা আবোল তাবোল বলছেন।

বুধবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে তাঁতী লীগ আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

ভোটের রাজনীতিতে সংকুচিত হওয়ার কারণ উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘এই দল জাতির পিতার খুনের সঙ্গে জড়িত। জাতির পিতার কন্যা বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামের কান্ডারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেনেড হামলা করে হত্যার চক্রান্ত করেছিলো। এই সত্য জনগণের বিবেকের আদালতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেই কারণেই বিএনপি অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে এবং ভবিষ্যৎকে বিপন্ন মনে করে দলটির নেতারা আবোল তাবোল কথা বলছেন। ’

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘খুন আর হত্যার রাজনীতিতে বিএনপির হাত রক্তে রঞ্জিত। তারা বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে জাতির পিতাকে মুছে দেয়ার চেষ্টা কম করে নি। ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে তারা যতই মুছে ফেলতে চেয়েছে ততই তারাই নিজেরা মুছে গেছে, সংকুচিত হয়েছে। আজকের তারেক রহমানের দম্ভোক্তি, কারণ ২১ আগস্টের মাস্টার মাইন্ড তিনি আর জিয়াউর রহমান ১৫ আগস্টের মাস্টার মাইন্ড।তাঁতি লীগের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শওকত আলীর সভাপতিত্বে সভায় আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ড় আব্দুস সোবহান গোলাপ, ঢাকা মহানগর দণি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, তাঁতি লীগের সাধারণ সম্পাদক খগেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বঙ্গবন্ধুর ছবি দিয়ে রাজনীতির দোকান না খোলার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, অনেকেই বঙ্গবন্ধুর ছবি টাঙিয়ে, তাঁর নাম ভাঙিয়ে রাজনীতির দোকান খুলে বসেছে। এমনকি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও সজিব ওয়াজেদ জয়ের ছবি দিয়ে দোকান খুলেছে। বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার নাম-ছবি ব্যবহার করে কোনো রাজনৈতিক দোকান খোলা যাবে না।বাংলাদেশের রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু পরিবার সততার উৎকৃষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতির সবচেয়ে সৎ পরিবার হচ্ছে বঙ্গবন্ধু পরিবার। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার পরিবারের সদস্যরা নিজ নিজ কর্মেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তারা কাজ করে জীবনধারণ করেন। রাজনীতিতে এসে টাকা-পয়সা অবৈধভাবে আয় করার কোনো ইচ্ছা তাদের নেই।তারেক জিয়া লন্ডনে বসে মিথ্যাচার করছেন জানিয়ে তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান ১৫ আগস্টের মাস্টারমাইন্ড, তারেক রহমান ২১ আগস্টের মাস্টারমাইন্ড। আগস্ট মাসে সত্যের মুখোমুখি হলে তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়। এখন আবার কাকে নাকি জাতীয়তাবাদী জাতির পিতা বানাচ্ছে। টেমস নদীর পারে বসে বাংলাদেশে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করছেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ইতিহাসের মীমাংসিত বিষয় নিয়ে যারা মিথ্যাচার করে তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিপ্তি হবে। সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

আরও বড় বিপদ বাংলাদেশের সামনে রয়েছে বলে শঙ্কা প্রকাশ করে জনগণকে সর্তক থাকার আহবান জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৪।। রোহিঙ্গার সমস্যার মতো আরও ‘বড় বিপদ’ বাংলাদেশের সামনে রয়েছে বলে শঙ্কা প্রকাশ করে জনগণকে সর্তক থাকার আহবান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বুধবার এক আলোচনা সভায় বক্তব্যে তিনি বলেন, “শুধু রোহিঙ্গা সমস্যা নয়, আরও বিপদ আসছে। চোখ বন্ধ করে থাকলে চলবে না। চতুর্দিকে বিপদ আসছে।”রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন না হওয়ায় সরকারের সমালোচনা করে ফখরুল বলেন, রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি সরকার। কারণ তাদের যে প্রধান মিত্র ভারত ও চীন, তারা মিয়ানমারের পে।”ভারতের আসামের নাগরিকপঞ্জির প্রসঙ্গ তিনি বলেন, আমরা জানি না, এটার মধ্যে কী আছে না আছে। আমরা এটুকু বুঝি যে, একটা বিপদ জানান দিচ্ছে।অবশ্যই বাংলাদেশের মানুষকে সজাগ হতে হবে। বাংলাদেশের মানুষকেই তার স্বাধীনতা রা করতে হবে, তার সার্বভৌমত্ব রা করতে হবে, বাংলাদেশের মানুষকেই গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তা রা করতে হবে।

বিএনপির নেতা-কর্মীদের হতাশ না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে মহাসচিব বলেন, নেলসন ম্যান্ডেলা ২৭ বছর জেল খেটে তার পরে দণি আফ্রিকা স্বাধীন করেছেন। এই মিয়ানমারের সু চি (অং সান সু চি) ১০ বছর গৃহবন্দি অবস্থায় ছিলেন, তারপর তার দল আবার মতায় গেছে। বাংলাদেশেও ইতিহাস রয়েছে। ৯ বছর আমরা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, তারপর বিজয় এসেছে।

সুতরাং হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের তরুণরা, যুবকরা সংগ্রাম ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দেশনেত্রীকে মুক্ত করবে, গণতন্ত্রকে মুক্ত করবে এবং তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনবে।

মইনুল হোসেনকে কারাগারে পাঠানোর সমালোচনার সঙ্গে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানসহ বিএনপি নেতা-কর্মী-সমর্থকসহ সবার বিরুদ্ধে করা মামলাগুলো প্রত্যাহারের দাবি জানান ফখরুল।নির্বাচনন কমিশন পুনর্গঠন করে নির্দলীয় সরকারের অধীনে পুনরায় নির্বাচনের দাবিও জানান তিনি।

২০০১ সালে ভারতে ‘গ্যাস রপ্তানির চুক্তি করে’ বিএনপি মতায় গিয়েছিল বলে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে ফখরুল বলেন, গতকাল কিন্তু সেই গ্যাস রপ্তানির চুক্তি স্বারিত হয়েছে।

আজকে বাংলাদেশ একটা আন্তর্জাতিক বাজারে পরিণত হয়েছে। সব কিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু মতায় টিকে থাকবার জন্যে দেশের সব কিছু বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে।

ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রশংসা করে বিএনপি মহাসচিব বলেন,তারেক রহমান সাহেব কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে নেতৃত্বের সমস্ত গুণাবলী অর্জন করেছেন।

দেখুন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে রয়েছেন, তার (তারেক রহমান) সুযোগ্য নেতৃত্বে সমস্ত দল ইউনাইটেড, শুধু ইউনাইটেডই নয় বিকশিত হচ্ছে।

খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য দলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান ফখরুল।

জাতীয় প্রেস কাবে উত্তরাঞ্চল ছাত্র ফোরামের উদ্যোগে তারেক রহমানের দ্বাদশ কারামুক্তি দিবস উপলে এই আলোচনা সভা হয়।সংগঠনের সভাপতি আমিরুল ইসলাম খান আলিমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, খালেদা জিয়ার বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, আইন বিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল, কেন্দ্রীয় নেতা তাইফুল ইসলাম টিপু, আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন, মীর হেলাল, ফরহাদ হোসেন ফরহাদ বক্তব্য রাখেন।

রোহিঙ্গাদের উসকানি কক্সবাজারে দুই এনজিওর কাজে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৪।। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আয়োজিত সমাবেশ আয়োজনে ‘গোপন সহায়তা’ ও প্রত্যাবাসনবিরোধী উসকানির অভিযোগে কক্সবাজারে দুটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছে এনজিও ব্যুরো। অ্যাডভেনটিস্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিলিফ এসেন্সি- আদ্রা এবং আল মারকাজুল ইসলামী নামের এনজিও দুটির ব্যাংক লেনদেনও বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এ বিষয়ে এনজিও ব্যুরোর চিঠি পাওয়ার কথা জানিয়ে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মো. কামাল হোসেন বলেন,আমরা নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের প থেকে ব্যবস্থা নেব।মিয়ানমারের রাখাইনে সেনা অভিযান শুরুর পর নির্যাতনের মুখে পালিয়ে আসা নতুন-পুরনো ১১ লাখ রোহিঙ্গা কক্সবাজারের বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়ে আছে। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি এনজিও সেখানে রোহিঙ্গাদের জরুরি সহায়তা দিতে কাজ করছে।গত ২২ অগাস্ট রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরানোর দ্বিতীয় দফা চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে সরকারের তরফ থেকে বলা হয়, দেশি-বিদেশি কিছু এনজিও রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার ফিরতে নিরুৎসাহিত করছে।এর তিন দিনের মাথায় রোহিঙ্গা সঙ্কটের দ্বিতীয় বছর পূর্তির দিনে উখিয়ার কুতুপালং মধুছড়া ক্যাম্পের মাঠে হাজার হাজার রোহিঙ্গার সমাবেশ শরণার্থী ব্যবস্থাপনা ও এনজিও কার্যক্রম নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্নের জন্ম দেয়। রোহিঙ্গাদের ওই সমাবেশে তাদের হাতে ধারালো অস্ত্র দেখা যায়। কক্সবাজারের উখিয়ার কোটবাজার এলাকায় একটি কামারের দোকান থেকে লোহার তৈরি ধারালো প্রায় সাড়ে ছয়শ’ সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।ওই ঘটনায় ‘মুক্তি কক্সবাজার’ নামের এনজিওর ছয়টি প্রকল্প সাময়িকভাবে স্থগিত করে সরকার। এরপর ‘নানা অপকর্মে’ জড়িত থাকার অভিযোগে প্রায় অর্ধশত এনজিওকে রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকার কাজ থেকে প্রত্যাহারের কথা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন।বুধবার আরও দুটি এনজিওর বিষয়ে এনজিও ব্যুরোর নির্দেশনা পাওয়ার কথা জানিয়ে কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. আশরাফুল আফসার বলেন,আদ্রা ও আল মারকাজুল ইসলামীর বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের মাঝে প্রত্যাবাসনবিরোধী উসকানি এবং গত ২৫ অগাস্ট সমাবেশ আয়োজনে গোপন সহায়তা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এসব কারণেই তাদের কার্যক্রম ও ব্যাংক লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে এনজিও ব্যুরো।রোহিঙ্গা সঙ্কট শুরুর পর নানা অভিযোগে এর আগেও ছয়টি এনজিওর কার্যক্রম স্থগিত করেছে সরকার। এগুলো হলো ইসলামিক রিলিফ, ইসলামিক এইড, মুসলিম এইড, স্মল কাইন্ডনেস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি ও নমিজান আফতাবি ফাউন্ডেশন।

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ভাতৃঘাতী সংঘাত বন্ধে ওআইসির শক্তিশালী ভূমিকা পালনের আহবান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৪।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা’র (ওআইসি) মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি এবং ভাতৃঘাতী সংঘাত বন্ধে শক্তিশালী ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মুসলিম দেশগুলোর মধ্যকার ভাতৃঘাতী সংঘাত বন্ধে ওআইসি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে।’সফররত ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড় মোহাম্মাদ জাভেদ জারিফ বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তেঁজগাওস্থ কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাাত করতে এলে তিনি একথা বলেন।বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিবদমান সংঘাতের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মুসলিমরা তাঁদের নিজেদের মধ্যকার বিভাজনের জন্যই রক্তপাতের শিকার হচ্ছে। এর ফলে তৃতীয় প বা দেশ এর সুবিধা ভোগ করছে।’

প্রধানমন্ত্রী আলোচনায় এমন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যকার বিবাদমান সংঘাত দ্বিপাকি বা বহুপাকিভাবে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে।দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি ইরানী মন্ত্রীকে অবহিত করেন, তিনি নিজেই দু’জন শিয়া বালিকাকে দত্তক নিয়েছেন, যারা ভয়াবহ নিমতলী অগ্নিকান্ডের শিকার হয়েছিল।

বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, ‘বাংলাদেশ ৮ দশমিক ১ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং এই সময় মূল্যস্ফীতি ও ৫ দশমিক ৪ শতাংশে ধরে রাখতে সম হয়েছে (২০১৮-১৯ অর্থ বছরে)।’তিনি বলেন, ‘তাঁর সরকারের ল্যই হচ্ছে দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।’বাংলাদেশ এবং ইরানের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে ঐতিহাসিক আখ্যায়িত করে শেখ হাসিনা বলেন, ‘বাংলা ভাষার বহু শব্দ ফার্সি থেকে এসেছে।’ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাভেদ জারিফ বুধবার থেকে রাজধানীতে শুরু হওয়া দুইদিন ব্যাপী তৃতীয় (আইওআরএ) ব্লু ইকোনমি মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্সে যোগদানের জন্য গত মঙ্গলবার রাতে ঢাকায় আসেন। তিনি ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানীর শুভেচ্ছাও প্রধানমন্ত্রীকে পৌঁছে দেন।

বাংলাদেশের উন্নয়নকে দৃষ্টান্তমূলক অর্জন আখ্যায়িত করে জাভেদ বলেন, ‘বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমি খুবই সন্তুষ্ট এবং এটা কেবল মাত্র আপনার (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) ব্যক্তিগত নেতৃত্বের কারণেই সম্ভব হয়েছে।সফররত পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওআইসি ফোরামেও প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার প্রশংসা করেন।ইরানের মন্ত্রী দুই দেশের মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্কেও সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ‘এ দুটি দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাকি সম্পর্কও ভালো।’জাভেদ জারিফ প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলে তেহরান একটি সেমিনারের আয়োজন করবে (২০২০ সালে)।ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কেওেত্রে তাঁর দেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ‘আমরা সংহতি চাই। আমরা সৌদি আরব সহ সকল ওআইসিভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক চাই।’

যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক অবরোধ এবং তাঁর দেশের বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের প্রসঙ্গ এনে ইরানের বর্তমান অবস্থা প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করে ইরানী মন্ত্রী বলেন,‘অবরোধের পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার পর ইরানের অর্থনীতি এখন ক্রমশই পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠছে।’সফররত মন্ত্রী বলেন, তাঁর দেশ অস্ত্র কেনার জন্য অর্থ ব্যয়ে রাজি নয়।প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশে ইরানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মাদ রেজা নফর এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে জাপানের সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৪।। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম নিরাপত্তা ও মর্যাদার সাথে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের জন্য জাপানের সহায়তা চেয়েছেন। বুধবার এখানে প্রাপ্ত এক বার্তায় এ খবর জানা যায়। শাহরিয়ার আলম চতুর্থ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সম্মেলনের পাশাপাশি মালেতে জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তোশিকো আবের সঙ্গে এক বৈঠকে এ সহায়তা চান। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আলম মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করেন।তিনি চলতি বছরের প্রথম দিকে জাপানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফর খুবই ফলপ্রসু হওয়ায় সে দেশটিকে ধন্যবাদ জানান।

টোকিওতে গত মাসে একটি সমঝোতা স্মারক স্বার হওয়ার উল্লেখ করে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আলম দ অভিবাসীর জন্য বাংলাদেশকে তালিকা ভূক্ত করায় জাপান সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বৈঠকে চুক্তি অনুযায়ী এমওইউ বাস্তবায়নে দুই সরকারই ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার বিষয়ে আশা প্রকাশ করা হয়।

জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জাপান সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হোলি আর্টিজানে হামলায় হতাহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাাৎ করায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ মেট্রো রেল ষ্টেশনের নাম হোলি আর্টিজানের ঘটনায় নিহতদের নামে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়য় তার দেশ খুশি। উভয় দেশই সময় মতো ওডিএ বাস্তবায়নে একমত হয়েছে।শাহরিয়ার যমুনা নদীর ওপর রেলওয়ে সেতু নিমার্ণে জাপানের সহযোগিতা কামনা করলে জাপানের প থেকে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস ব্যক্ত করা হয়।পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম আইওসি সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

সরকারে আস্থা নেই বিদেশিদের: গয়েশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৪।। ভোট নিয়ে প্রশ্ন থাকায় আওয়ামী লীগ সরকার বিদেশিদের মানিয়ে রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধান করতে পারছে না বলে দাবি করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।বুধবার এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন, “সরকারের জনসমর্থনহীনতার কারণে অথবা নির্বাচিত না হওয়ায় তাদেরকে বৈধ বলে বিদেশিরা মনে করে না। েসেত্র রোহিঙ্গা প্রশ্নে সরকারের কথা যদি গুরুত্ব না দেয়-সেটা অন্যায় কিছু না।”রোহিঙ্গা প্রশ্নে দল, মত নির্বিশেষ সবার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপ জোর দিয়ে বিএনপি নেতা বলেন, “সকলে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে একই সুরে বিভিন্ন পরাশক্তিধর দেশসমূহ ও জাতিসংঘসহ সকলের কাছে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারি, অবশ্যই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হবে।”জাতীয় প্রেস কাবে বাংলাদেশে ডেমোক্রেটিক কাউন্সিলের উদ্যোগে ‘রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় সংকট নিরসনের উপায়’ শীর্ষক এই আলোচনা সভা হয়।

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

শ্বাস নেবেন যেভাবে

মাইন্ডফুল ব্রিথিং বা মনোযোগী শ্বাসক্রিয়া বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া কিংবা ব্রেথওয়ার্কের (মনের ভারত হালকা,ধ্যান অথবা শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সচেতন বা নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া) অনেক উপকারিতা রয়েছে ব্রেথওয়ার্ক শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রভাবে জীবন পরিবর্তন হতে পারে । পশ্চিমা বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র বেঁচে থাকার জন্য অবিচ্ছেদ্য শারীরিক ক্রিয়া হিসেবে ব্রিথিং বা শ্বাসক্রিয়ার ওপর ফোকাস করছে। অন্যদিকে পূর্বীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একে শরীর ও আত্মার পুষ্টি হিসেবে অভিহিত করছে। চিনারা বিশ্বাস করে যে মাইণ্ডফুল ব্রিথিং বা মনোযোগী শ্বাসক্রিয়া বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া কিংবা ব্রেথওয়ার্কের (মনের ভার হালকা, ধ্যান অথবা শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সচেতন বা নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া) অনেক উপকারিতা রয়েছে, যেমন--- মনোযোগের উন্নয়ন, দক্ষতার উন্নয়ন, ইতিবাচকতা বৃদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি।

ব্রেথওয়ার্ক শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রভাবে জীবন পরিবর্তন হতে পারে। ট্রাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিন প্র্যাকটিশনার আলেক্স ট্যান ব্রেথওয়ার্কের জন্য নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

মাংসপেশি শিথিল করুণ ঃ মেরুদণ্ড সোজা রেখে দাঁড়ান বা বসুন, গলাকে দীর্ঘায়িত করুন এবং মাথা তালুকে আকাশ বরাবর রাখুন। মার্স বা মাংসপেশিকে পুরোপুরি শিথিল করুন, প্রয়োজনে প্রতিটি মাসল গ্রহণের ওপর মনোনিবেশ করুন, কারণ মাংসপেশি কঠিন টান হারাচ্ছে এবং শিথিল হচ্ছে।

শ্বাস পর্যবেক্ষণ করুন ঃ আপনার শ্বাস সম্পর্কে সচেতন হোন এবং যেকোনো প্যাটার্ন বা শ্বাসের ধরন লক্ষ্য করুন। আপনার শ্বাসগ্রহণ কি ধীরে বা দ্রুত হয়? শ্বাসগ্রহণ কি সহজে করতে পারেন? অথবা শ্বাসগ্রহণ কি দুরূহ লাগছে? শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগের নিম্নতর চক্র সম্পর্কে ধারণা রাখুন।

শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে মনোযোগ দিন ঃ প্রতিটি শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে মনোযোগী হোন। শ্বাসগ্রহণের সময় ফুসফুসকে পুরোপুরি বায়ুপূর্ণ করুন। ফুসফুসকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুভর্তি করতে পেটকে প্রসারিত করুন। শ্বাসত্যাগের সময় যতটা সম্ভব ধীরে সব বায়ু বের করে দেয়ার চেষ্টা করুন। প্রধানত শ্বাসত্যাগ নিয়ন্ত্রণে মনোনিবেশ করুন, যা সার্বিকভাবে আপনাকে ধীর ও অধিক নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়ার দিকে ধাবিত করবে।

নাকের মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদক করুন ঃ শুধু নাকের মাধ্যমে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ করুন। মুখের রুফ বা হার্ড প্যালেটে জিহ্বা ঠেসিয়ে আপনার মুখ বন্ধ রাখা উচিত। কিন্তু আপনার দাঁত শিথিল ও মুক্ত থাকা উচিত।

মনকে শ্বাসের ওপর স্থির রাখুন ঃ ব্রেথওয়ার্কের লক্ষ্য হল প্রতিটি শ্বাস ও শ্বাসচক্রের ওপর মনোযোগ দেওয়া। আপনি যদি আপনার টু-ডু লিস্ট বা করণীয় কার্য নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন অথবা যদি মনকে এখানে সেখানে বিচরণ করতে দেন, তাহলে শ্বাসের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। শ্বাসগ্রহণে ফুসফুসে অক্সিজেনের আগমন ও ধীরে শ্বাসত্যাগ তা নির্গমনের সময় মনোযোগী হোক। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ প্রক্রিয়ার ওপর মনোনিবেশ করুন অথবা পেটের ওপর আপনার মনোযোগ স্থির করুন। কারণ একটি প্রতিটা শ্বাসের সঙ্গে সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হয়।

টাইমিং বিবেচনা করুন ঃ যে কোনো সময় ব্রেথওয়ার্ক চর্চা করা যায়। কিন্তু দিনকে অধিক ফলপ্রসু করার জন্য শরীর ও মনকে প্রস্তুত করতে খুব সকালে ব্রেথওয়ার্ক করতে আলেক্স ট্যান পরামর্শ দেন। ব্রেথওয়ার্ক শুরু করতে খাবার খাওয়ার পর কমপক্ষে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন এবং একটি সেশন শেষ করার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে কোনো ঠাণ্ডা তরল পান করবেন না। দিনের কোনো সময় মাইণ্ডফুল ব্রিথিং বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া শুরু করবেন তা কোনো ব্যাপার নয়। তবে আলেক্স ট্যানপ্রতিদিন একই সময়ে তা চর্চা করতে পরামর্শ দেন কারণ সার্বিক সুস্থতার জন্য নিয়মানুবর্তিতা বা ধারাবাহিক গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি একবার মনোযোগের সঙ্গে ব্রেথওয়ার্ক বা মাইন্ডফুল ব্রিথিং সম্পাদন করতে পারেন, তাহলে এটি আপনার জীবনের অন্যান্য অংশকে সহজতর করে তুলবে। শিগগির আপনি সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা ছাড়া ধ্যান করতে সক্ষম হবেন।

শুরুতেই দরকার সচেতনতা মানসিক প্রস্তুতি

যারা পরিবারে নতুন অতিথি আনার কথা ভাবছেন, বিষন্নতার অন্য মানসিক রোগ এড়াতে তাদের শুরুতেই সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে ও পরে বিষন্নতা, উদ্বিগ্নতাসহ অন্যান্য মানসিক রোগ হওয়ার ঝুঁকি পুরুষের ক্ষেত্রে কম নয়। বরং কখনও কখনও একই।

মানসিক স্বাস্থ্য গবেষক ডা: লায়না লিচ ও ৪৩ টি আলাদা আলাদা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, সন্তান জন্মানোর আগেও পরে ১০ জন পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ উদ্বিগ্নতা এবং বিষন্নতাসহ অন্য মানসিক সমস্যায় ভোগেন। যা নারীর তুলনায় অর্ধেক।

দ্যা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর এজিং, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের এই গবেষক আরও বলেন, সাধারণত পুরুষরা এ ধরনের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন। কারণ সন্তান জন্ম বিষয়টর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন মা।। আর গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যেতে পারে ।গবেষণায় আরও দেখা গেছে, নতুনসন্তান আসার সময় ২০ শতাংশ দম্পতি উদ্বিগ্নতা ও বিষন্নতায় ভোগেন। অন্য গবেষণার ফলাফল পার্থক্য দেখা গেলেও গুরুতব না দেওয়ার কারণে সমস্যাগুলো জটিল আকার নেয় তা তুলনায় অর্ধেক। দ্যা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর এজিং, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের এই গবেষক আরও বলেন, সাধারণত পুরুষরা। এ ধরনের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন না। কারণ সন্তান জন্ম বিষয়টির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন মা। আর গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যেতে পারে। অনেক দম্পতির ক্ষেত্রেই পরিবারে নতুন অতিথি আসার বিষয়টির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম অবস্থায় 'নার্ভাস' হওয়াটা স্বাভাবিক হলেও, উদ্বিগ্নতা ও বিষন্নতা দীর্ঘস্থায়ী হলে তা দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলে, যোগ করেন লিচ।

এক্ষেত্রে লক্ষণগুলো হলো সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে অতিরিক্ত ভয়, সামান্য বিষয়ে বিরক্ত হয়ে যাওয়া বা সার্বিক বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা হওয়া। শারীরিক লক্ষণগুলো হলো হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, ঘেমে যাওয়া, ঘুম কমে যাওয়া ও ক্ষুধা কমে যাওয়া।

লিচ'র মতে, মানসিক সমস্যা এড়াতে দম্পতিদের প্রথমে চিকিৎসক এবং প্রবীণদের সঙ্গে আলোচনা করে। সচেতন হওয়া দরকার। মা গর্ভবতী বিষয়টি বুঝতে পারার পর থেকেই সব প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।পারস্পরিক সহযোগিতা ও আর্থিক প্রস্তুতি মানসিক সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দিতে পারে।তিনি আরও বলেন, পরিবারে নতুন অতিথি আসার আগে ও পরে কেবল বাবা মাকে প্রস্তুত থাকলে চলবে না, যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে এ প্রস্তুতি সবার।

স্বাস্থ্য সমস্যার বড় কারণ স্থূলতার

স্থুলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঃ স্থুলতা নির্মুলকরণের সর্বোত্তম উপায় হল এর কারণগুলো নির্মূল করা। ডা: লাষ্টিগ বলেন, অতিরিক্ত ওজনের পেছনে দায়ী হল অতিমাত্রার পুষ্টি গ্রহণ ও শারীরিক শ্রম বিমুখতা— এই দুটি অবস্থায় অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণ করে।

আর এই অতিরিক্ত পুষ্টির বেশিরভাগই আসে সুবিধাজনক প্রক্রিয়াজাত খাদ্য কোমল পানীয় আর বিশাল ফাস্টফুড ভাণ্ডার থেকে।অধিক পুষ্টি গ্রহণের সাথে সাথে এমন একটি জীবন ধারার শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যেখানে বসে থাকার ব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। শিশুরা হাঁটা বা সাইকেলে চড়ার তুলনায় যান্ত্রিক যানবাহনের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়। স্বল্প বাজেটের জন্য অনেক স্কুলে শারীরিক শিক্ষা এবং পরবর্তীতে খেলাধূলা বাদ দিয়ে দেয়।

অতিরিক্ত খোলামেলা স্থান ও নিরাপত্তার অভাবে আউটডোর গেমকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আর বেশিরভাগ শিশুর প্রিয় কাজ হল টেলিভিশন কম্পিউটার বা ভিডিও গেমে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। এজন্য তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশন বা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে বা মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, স্থুলতা এই সভ্যতার এমন একটি রোগ যা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও নগর পরিকল্পনাকে চিকিৎসাগত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেছে। এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব দূর করতে আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও জীবন যাপনের চালচিত্র পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে কম খাও বেশি পরিশ্রম কর বলে পরামর্শ দেয়াই যথেষ্ট নয়। এটাকে মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে সবাইকে এগিয়ে আসত হবে। স্থূলতা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, আমাদের পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনি গ্রহণ কমাতে হবে আর আঁশ গ্রহণ অনেকগুণে বাড়াতে হবে। যে কোনও মূল্যে শিশুদের ইনসুলিন নিঃসরণের মাত্রা কমাতে হবে। আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। আঁশ শরীরের রক্তপ্রবাহ, চিনির শোষণ ক্ষমতা কমায় আর অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণে বাধা দেয়। পরীক্ষাতে দেখা গেছে যে, যেসব শিশু কম খাদ্য গ্রহণ করে তারা পরবর্তীকালে খাবার সময়ও কম ক্ষুধার্ত থাকে। পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনির বদলে আঁশযুক্ত ফল, চাল, দানাসহ রুটি, সীম জাতীয় সবজি ও অন্যান্য আঁশযুক্ত সবজি ও ফলমূল উৎকৃষ্ট। ফলের রসের মধ্যে প্রচুর চিনি থাকে, একটা কমলায় যেখানে মাত্র ৭০ ক্যালরি শক্তি আর প্রচুর আঁশ থাকে ১২ আউন্সের একটা অরেঞ্জ জুসের বোতলে প্রায় ১৬৫ ক্যালরি শক্তি থাকে, আঁশ মোটেই থাকে না। কাজেই কমলা খেয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়া সম্ভব। সোডা জাতীয় পানীয় শিশুদের জন্য ক্ষতিকর।ডা: লাষ্টিগ প্রথম দফা খাবার শেষ করার পর শিশুদের দ্বিতীয়বার খাবার দেয়ার ব্যাপারে সাবধান হতে বলেছেন। কারণ অনেক শিশু আছে যারা পেট ভর্তি খাবার নিমিষে খেয়ে আবার প্লেট বাড়িয়ে দেয়। এরকম অতিরিক্ত খাবার দেবার ব্যাপারে তিনি বাবা-মা-দের সতর্ক করে দেন। তিনি পরামর্শ দেন দ্বিতীয় বারের জন্য যদি শিশুকে খাবার দিতেই হয় তবে যেন তা ২০ মিনিট পরে দেয়া হয়, কারণ অন্ত্রের স্যাটাইটি হরমোন বা পরিতৃপ্তি হরমোন নামক এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় যা মস্তিষ্ককে বলে যে পাকস্থলী পূর্ণ আছে। এই খাবার প্রায় ২২ ফিট অন্ত্রের মধ্য দিয়ে পার হলে এ ধরনের হরমোন সংকেত মস্তিষ্ক পায় এবং তাতে প্রায় ২০ মিনিট সময় লাগে। এরপরও যদি কোন শিশু ২০ মিনিট পর খেতে চায় তাকে তখন খাবার দেয়া যায় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা অন্য কোন খেলা বা কাজে মনযোগী হয়ে খাওয়ার কথা ভুলে যায়। স্থূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আরেকটি হাতিয়ার হল ব্যায়াম। এটা শরীরে ইনসুলিনের মাত্রাকমিয়ে আনতে সহায়তা করে। কেবলমাত্র নিয়মিত ব্যায়ামই উপকারি। আর শিশুদের শুধু উৎসাহিত করা নয় বরং শিশুদের সাথে মা-বাবারও অংশগ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। আর ব্যায়াম হচ্ছে কর্টিসল নিঃসরণ কমানোর একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায় যা ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়িয়ে স্থূলতা ত্বরান্বিত করে। স্থূলতা কমাতে জীবনযাত্রার ধরণ পরিবর্তনই স্থুলতার বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র। এটা সবচেয়ে সত্য, সহজ আর নিরাপদ পদ্ধতি।

সলমনের বদলে রণবীর ?

আলিয়া ভট্টের বিপরীতে কি শেষ পর্যন্ত তাঁর বয়ফ্রেন্ডই থাকবেন? ''ইনশাল্লাহ''র ভবিষ্যত যে দিকে এগোচ্ছে, তাতে সে রকমই মনে হচ্ছে। সঞ্জয় লীলা ভন্সালীর ছবিতে সলমন খানের বদলে মুখ্য চরিত্রে আসতে পারেন রণবীর কপুর। একই সঙ্গে, ''ইনশাল্লাহ''-য় সলমনের ফেরার আশাও প্রায় শেষ।এখন না হলেও সলমন যে ভন্সালীর সঙ্গে ছবিটা শেষ পর্যন্ত করবেন, এমন আশা দিয়ে রেখেছিলেন নায়ক স্বয়ং। এ-ও জানিয়েছিলেন, ভন্সালী আর যা-ই করুন, ''ইনশাল্লাহ''র সঙ্গে ''গদ্দারি'' করবেন না। কারণ সলমন জানতেন, ছবিটা ভন্সালীর কতটা কাছের। গল্পের ট্র্যাজিক শেষটা পাল্টাবেন না বলেই তো ভন্সালীর সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছিল তাঁর। কারণ সলমন চাননি, গল্পের শেষটা দুঃখের হোক। তাঁর ভক্তদের হতাশ করতে চাননি সলমন। কিন্তু ভন্সালী দাবি মেনে নেননি সলমনের। নিজের স্ক্রিপ্ট নিয়ে বরাবরই খুঁতখুঁতে ও জেদি পরিচালক। চিত্রনাট্য নিয়ে আপস না করায় সঞ্জয়-সলমনের পথ আলাদা হয়ে যায়।ইদে ''ইনশাল্লাহ'' না এলেও অন্য একটি ছবিতে যে তিনি আসবেন, সে রকম ইঙ্গিত ফ্যানেদের দিয়েছিলেন সলমন, ''কিক টু''র সংলাপ টুইট করে। এ দিকে প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ''কিক টু''-এর কাজ এখনও প্রাথমিক স্তরে। কিছুতেই তা আগামী ইদে মুক্তি পেতে পারে না। কাজেই সলমন যা-ই বলে থাকুন সোশ্যাল মিডিয়ায়, এই মুহূর্তে তাঁর ইদ রিলিজের সম্ভাবনা তেমন দেখা যাচ্ছে না।সলমন প্রজেক্ট ছেড়ে এক রকম বেরিয়ে যাওয়ার পর ভন্সালী ও তাঁর টিম আক্ষরিক অর্থেই অথৈ জলে এখন। যদিও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ছবির কাজ আপাত ভাবে স্থগিত। সিলমন প্রজেক্ট ছেড়ে এক রকম বেরিয়ে যাওয়ার পর ভন্সালী ও তাঁর টিম আক্ষরিক অর্থেই অথৈ জলে এখন। যদিও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ছবির কাজ আপাত ভাবে স্থগিত। কিন্তু ভিতরের খবর, পরিচালক নাকি ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন নতুন নায়কের কথা। এবং উঠে আসছে রণবীর কপুরের নাম। শোনা যাচ্ছে, প্রথমে ''ইনশাল্লাহ''য় আলিয়ার লাভ ইন্টারেস্ট হিসেবে ক্যামিও চরিত্রে রণবীরকে ভেবেছিলেন ভন্সালী। এখন সলমন না থাকায়, রণবীরকেই নায়ক হিসেবে ভাবছেন পরিচালক। তবে যত দিন না অয়ন মুখোপাধ্যায়ের ''ব্রহ্মাস্ত্র'' মুক্তি পাচ্ছে, তত দিন আলিয়া-রণবীর একসঙ্গে ছবি করতে পারবেন না, কর্ণ জোহরের সঙ্গে এমনই চুক্তি হয়ে রয়েছে অভিনেতাদের।ধর্মা প্রোডাকশনসের ''নো অবজেকশন সার্টিফিকেট''-এ সই করেছেন রণবীর-আলিয়া। অর্থাত, এখন রণবীরকে ভন্সালী কাস্ট করতে পারবেন কি না, এমনকি চিত্রনাট্য শোনাতে পারবেন কি না, সবটাই নির্ভর করছে কর্ণ জোহরের অনুমতির উপরে। ভন্সালীর সঙ্গে এক সময় সম্পর্ক তিক্ত হলেও, এখন আবার বন্ধু দুই পরিচালক-প্রযোজক। ''ইনশাল্লাহ''য় কি তা হলে আলিয়া তাঁর বয়ফ্রেন্ডকেই নায়ক হিসেবে পেতে চলেছেন? জবাব দেবে সময়।

চার দিনের শেষে কত আয় করল প্রভাসের সাহু?

ফিল্ম ডেস্কঃ প্রথম দিনেই একধিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারে সাহু। তেমনই আভাস ছিল। একাধিক ট্রেড আনালিসিস্টের মতে অ্যাভেঞ্জারস এবং থাগস অফ হিন্দুস্তানের রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারত সাহু। তবে তা না হলেও এই মরশুমে ওপেনিং এ বেশ ভালো টাকার ব্যবসা দিয়েছিল সাহু। এবং প্রথম দিনের ব্যবসার পর কিছুটা ধাক্কা খেতে পারে এই ছবি বলা হয়েছিল। তবে তা ভুল প্রমান করে তিন দিনের শেষে প্রায় ৮০ কোটির ব্যবসা দিল এই ছবি। প্রথম দিনেই ২৪ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল প্রভাস এবং শ্রদ্ধা কাপুরের এই ছবি। চার দিনে মোট এই ছবির আয় ৯৪ কোটি টাকা। অর্থাত এইভাবে চললে ৫ দিনেই ঢুকে যাবে ১০০ কোটির ক্লাবে।অ্যাভেঞ্জারস প্রথম দিনে ব্যবসা করেছিল ৫৩ কোটি টাকার আর আমির খানের থাগস অফ হিন্দুস্তান একদিনে করেছিল ৫২.২৫ কোটি টাকার।সাহু প্রথম দিনেই তেলেগু ইন্ডাস্ট্রিতে ৩৫ কোটি টাকার উপর ব্যবসা দিতে পারে বলে ভেবেছিলেন অনেক বিশেষজ্ঞরা। শুধু তেলেগু নয় তামিলে ১৫ কোটি এবং মালায়ামে ৫ কোটি টাকার ব্যবসা দিতে পারে। ভারতবর্ষের সব ভাষা মিলিয়ে মোট ৬০-৭০ কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারে এই ছবি এমনি ভাবা হয়েছিল। তবে তা হয়নি, শুরুতেই নিজেদের প্রত্যাশিত মতো ব্যবসা করতে পারেনি ছবি।হিন্দি ছাড়াও তামিল ও তেলেগু ভাষায় রিলিজ করেছে এই ছবি। ফলে ছবির মার্কেটিং যে বড় হবে তা বলাই বাহুল্য। এখনই কি হবে তা বলা সম্ভব নয়, তবে বলিউডের একাধিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারে এই ছবি।

মহানায়ককে স্মরণের দিন

৩৯ বছর হল তিনি নেই। তবু আজও তিনিই বাংলা ছবির এক এবং একমাত্র মহানায়ক। আজও টেলিভিশনের পর্দায় তাঁর সিনেমা মানেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকা। আজ ২৪ জুলাই সকালে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর সামনে উত্তম-মূর্তিতে মালা দিয়ে শুরু হবে শহরের নানান প্রান্তে উত্তমকুমার স্মরণ। এই ট্রাম ডিপো সংলগ্ন নানান স্টুডিওতেই অবিস্মরণীয় নানান ছবির শুটিং করেছেন তিনি, যেসব সিনেমা মৃত্যুর ৩৯ বছর পরেও তাঁকে মহানায়কের আসনে রেখে দিয়েছে সসম্মানে।আজ বিকেল পাঁচটায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নজরুল মঞ্চে উত্তমকুমার স্মরণে বিশাল আয়োজন। উত্তমকুমারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলীদের বর্ষসেরা চলচ্চিত্র সম্মান ও মহানায়ক সম্মান প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী। থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীরা তাঁদের গানের মধ্যে দিয়ে মহানায়কের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন।এছাড়াও শিল্পী সংসদের আয়োজনে থাকছে উত্তম স্মরণ অনুষ্ঠান। আজ সকাল ৯টায় টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোয় উত্তম মূর্তিতে মালা দিয়ে শুরু হবে অনুষ্ঠান। এরপর বিকেল ৩টেয় নন্দন ১-এ 'নতুন তীর্থ' সিনেমা দিয়ে শুরু হবে উত্তম চলচ্চিত্র উৎসব। ৮ দিন ধরে প্রদর্শিত হবে মহানায়কের ১৫টি ছবি। তার সঙ্গে বিকেল ৫টায় রবীন্দ্র সদনে বাংলা চলচ্চিত্র প্রচার ও প্রসার সমিতির উদ্যোগে প্রদান করা হবে উত্তম কলারত্ন পুরস্কার। প্রবীণ অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা। উত্তম মঞ্চের আয়োজনে আজ উত্তম মঞ্চে বিকেল পাঁচটায় উত্তম-স্মরণ সন্ধেয় উপস্থিত থাকবেন উত্তমকুমারের নাতি গৌরব চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবীর নাতি শন। উত্তমকুমার অভিনীত ছবির গান গাইবেন শিল্পীরা। এবং দিনভর উত্তম-স্মরণে নানান অনুষ্ঠানে আর একবার প্রমাণিত হবে, তিনি আছেন। মহানায়কের মৃত্যু নেই।

এবার ঈদে সালমানের কোন ছবি মুক্তি পাচ্ছে না!

বিনোদন ডেস্ক: এবার ঈদে সালমানের কোন ছবি মুক্তি পাচ্ছে না। সালমানও কথা দিয়েছিলেন ঈদে ভক্তদের নিরাশ করবেন না তিনি। অবশেষে ভক্তদের মন ভেঙে দিলেন সালমান।''কিক'' ছবির সিক্যুয়াল ''কিক টু'' মুক্তি পাবে আগামী ঈদে।কিন্তু সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে ছবিটির পরিচালক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা জানান যে, আমরা এখনো ছবিটির চিত্রনাট্য লিখছি। তাই আসন্ন ঈদে এর মুক্তি সম্ভব না।তিনি বলেন,সালমান জিজ্ঞাসা করেছিল ছবিটির জন্য আমি কতটা তৈরী কিন্তু তাকে আমি জানাই আরো ৪-৬ মাস সময় লাগবে।বর্তমানে ''দাবাং থ্রি'' এর শুটিংয়ে ব্যস্ত সালমান। ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী ডিসেম্বরে।

হীনমন্যতা স্থায়ী নয়, যেকোনো সময় নিজেকে বদলানো যায়

মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনার পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান। মনোকথার এক পাঠক জানিয়েচেন তার সমস্যার কথা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সমাধান জানানো হলো।

আপনার সমস্যা

আমার সমস্যার হলো নিজের প্রতি বিশ্বাস কম। পরিবারের মানুষ ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে ভয় লাগে। নিজেকে ছোট মনে হয়। কথা বললেই মনে হয় আমি ভুল বলছি। আমার বয়স ২২। অবিবাহিত। আমি এইচএসসি পড়ছি হোস্টেলে থেকে। ওখানে সবাই আমাকে বোকা বলতো। এখনো বলে। আমি সব কিছুতেই অপরের উপর নির্ভর করি। মানসিক ডাক্তার দেখানো সম্ভব নয়। খুব রাগ ওঠে, কি ওষুধ খাবো। অমি কি করব।

আমাদের সমাধান

চিঠি লেখার জন্য ধন্যবাদ। আপনি হীনমন্যতায় ভুগছেন। শুধু আপনি না, বহু মানুষ আজ হীনমন্যতায় আক্রান। এর প্রথম লক্ষণ হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব। নিজের প্রতি যেহেতু আস্থা নেই, তাই সহজেই অন্যদের ভয় পাওয়া। আর সেটা অপরিচিত হলে তা কথাই নেই। মিশতে গেলেই সব গোলমাল হয়েযায়। আবার সে কারণেই পরনির্ভর বোধ তৈরি হয়। নিজেকে লবঙ্গ লতিকা মনে হয়।

এর ফলে তৈরি হয় সীমাহীন ক্ষোভ, নিজের ও অন্যদের প্রতি। এই পুরোটাই একটা দূষিত চক্র। আপনি নিজেকে বলুন, আমি একটা নেতিবাচক চক্রবুহ্যে ফেঁসে গেছি। তাই এমনটা হচ্ছে। এর পর প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সারাদিনে যত কাজ করেছেন তার মধ্যে দুইটো ভালো কাজের জন্য আপনি নিজেকে ধন্যবাদ দিন।

আয়নায় নিজের চোখে চোখ রেখে বলুন' নানা কারণে আমি নেতিবাচক চক্রে আটকে পড়েছিলাম। আমি সেটা জানি। আমি আত্মবিশ্বাসী এখন থেকে আমি নিজেকে বদলাবো।' তার এটা তালিকা তৈরি করুন।

এবার অপশনগুলি খুঁজে দেখুন কীভাবে এই পরিবর্তন আনা সম্ভব।

এর জন্য কোন কোন নেতিবাচক অনুভূতী দায়ী, সেগুলো চিহ্নিত করুন।

এই অনুভূতির বদলে কি কি ইতিবাচক অনুভূতি চান তা নির্ধারণ করুন।

সেই ইতিবাচক অনুভূতি কীভাবে পাবেন, সেই অপশনগুলো খেয়াল করুন।

মানুষ যেকোনো সময় থেকে পরিবর্তিত হতে পারে, তাই নিজেকে বাহাবা দিন, আপনিও পরিবর্তন চান।

আজ থেকেই শুরু করুন, কেমন থাকছেন জানাবেন। আমরা পাশে আছি।

বুধবার ১৪নং বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী মিমি মজুমদার মনোনয়নপত্র জমা দেন। ছবি- নিজস্ব।

২০তম শীর্ষ সম্মেলনে শক্তিশালী হল ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব

মস্কো ও নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বুধবারই রাশিয়া পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর সেখানে পৌঁছতেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে জাহাজ সফরে, ভেজডা (ঠ্ঠন্তত্রত্মখ) শিপ বিল্ডিং কমপ্লেক্সের উদ্দেশ্যে। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ২০২০ সালের মে মাসে নির্ধারিত বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ভারতের বিদেশ সচিব বিজয় গোখেল জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আগামী মে মাসে মস্কোয় রাশিয়ান ফেডারেশন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের ৭৫ বছর উদযাপনে যোগ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি পুতিনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে কুড়ি তম শীর্ষ সম্মেলনে দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক অংশীদারিত্বের মধ্যে তেল ও গ্যাস খাতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এবং ভারী বিনিয়োগের যৌথ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়ে এদিন ভারত ও রাশিয়া ১৫টি চুক্তি ও নথি স্বাক্ষর করেছে। একই সঙ্গে আগামী ২০ বছরে ভারতে ২০টিরও বেশি নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইউনিট তৈরির পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে রাশিয়া।

রাশিয়া সফরে এসে এদিন সকালেই বিমানবন্দরে "গার্ড অফ অনার" দিয়ে স্বাগত জানানো হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। ভেজডা শিপ বিল্ডিং কমপ্লেক্সে এদিন শিপ ইয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন মোদী। সরকারি সূত্রের খবর, নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সৌজন্য বজায় রাখতেই এদিন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ভেজডা শিপ বিল্ডিং কমপ্লেক্স যান রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিন। তাঁর সহযোগী ইউরি উষাখোভ জানিয়েছেন, 'এখান থেকেই আগামী দিনে রাশিয়ার তেল এবং লিক্যুইড প্রাকৃতিক গ্যাস পাঠানো হবে ভারত সহ অন্যান্য বিশ্ব বাজারে।' "ভেজডা শিপ ইয়ার্ড" তৈরি হচ্ছে "ফার ইস্টার্ন শিপবিল্ডিং অ্যান্ড শিপ রিপেয়ার সেন্টার"-এর বেসে। এর দায়িত্বে রয়েছে রসনেফ, রসনেফতেগাজ এবং গাজপ্রমব্যাঙ্ক। এখানে তৈরি হবে ভারী টোনেজ জাহাজ, অফশোর প্ল্যাটফর্ম এলিমেন্ট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামুদ্রিক সরঞ্জাম। আগামী ২০২০ সালের মে মাসে বিজয় দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাশিয়ায় আমন্ত্রণ জানিয়ে পুতিন জানিয়েছেন, 'প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা অবশ্যই আপনার পরবর্তী সফরের অপেক্ষায় রয়েছি। ব্রিকস সম্মেলনে ব্রাজিলে দেখা হবে আমাদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের ৭৫ বছর উদযাপনে আমরা আগামী মে মাসে আপনাকেও দেখতে পাব বলে আশা করি।' ১৯৪৫ সালের ৮ মে সন্ধ্যায় নাৎসি জার্মানির আত্মসমর্পণের পর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫টি প্রজাতন্ত্রে মস্কোর সময় অনুসারে রাত বারোটার পর অর্থাৎ ৯ মে এই বিজয় দিবস প্রথম উদযাপন করা হয়েছিল। অন্যদিকে, এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে আলোচনার পরে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয় এবং দুই নেতারা একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে এটি কুড়ি তম শীর্ষ সম্মেলন ছিল, যেখানে দুই দেশের নেতারা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এদিন সকালেই রাশিয়ার ভ্লাদিভস্তক পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নরেন্দ্র মোদীই প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি রাশিয়ার ভ্লাদিভস্তকে এলেন।

হাইকোর্টের শুনানি শেষে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন রাজীব কুমার

কলকাতা,৪ সেপ্টেম্বর (হি.স): হাইকোর্টের শুনানি শেষে বুধবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন রাজীব কুমার। এই প্রথম রুদ্ধদ্বার কোর্টে হল কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার মামলার শুনানি। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মধুমতী মিত্রের এজলাসে এই শুনানি শেষ হতেই বিকেল বেলা দেখা গেল রাজীব কুমারকে বিধানসভায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলেই বিধানসভা ছেড়ে বেরিয়ে যান চিটফান্ড তদন্তে রাজ্যের গঠন করা বিশেষ তদন্তাকারী টিম বা 'সিট'-এর প্রধান রাজীব কুমার।

টানা শুনানি চলছে রাজীব কুমার মামলার। গত শুক্রবার সওয়াল শেষ করেছেন তাঁর আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায়। সোমবার থেকে সওয়াল শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সির আইনজীবী ওয়াই জেড দস্তুর। আদালতে রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সব অভিযোগ তুলেছে সিবিআই। কখনও বলেছে, রাজীব কুমার ধারাবাহিক ভাবে তদন্তে অসযোগিতা করছেন। আজ মহরম, কাল পুজো,ইত্যাদি অজুহাত দিয়ে জেরায় যাচ্ছেন না। আবার কখনও সিবিআই বলেছে, সিটের প্রধান থাকার সময়ে সারদা কর্তাদের কম্পিউটরের মনিটর বাজেয়াপ্ত করেছেন তিনি। আদালতে প্রশ্ন তুলে সিবিআই বলেছে , তথ্য তো থাকে সিপিইউতে। তাহলে মনিটর বাজেয়াপ্ত হল কেন ?

খোলা কোর্টে সওয়াল জবাবের সব খবরই সংবাদ মাধ্যমে এসেছে। কিন্তু মঙ্গলবারের শুনানিতে বিচারপতি জানিয়ে দেন, বুধবার থেকে শুনানি হনে 'ইন ক্যামেরা'। অর্থাৎ রুদ্ধদ্বার কক্ষে হবে শুনানি। ফলে এদিনের শুনানির পর রাজীব কুমারের আইনি রক্ষাকবচ বাড়ল না উঠে গেল তা জানার চেষ্টা করেন নি সাংবাদিকরা। শুনানির পরই দেখা যায় রাজীব কুমার পৌঁছে গেছেন বিধানসভায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলেই তিনি বেরিয়ে যান বিধানসভার পিছনের গেট দিয়ে। ইতিমধ্যে আদালতে রাজীব কুমার মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠতা নিয়েও তোপ দাগে সিবিআই। সিবিআইয়ের আইনজীবী ওয়াই জেড দস্তুর বলেন, 'অসমের সরকার তো চিটফান্ড দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তে এক বাক্যে রাজি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তা তো করেনইনি। উলটে রাজীব কুমারের হয়ে রাস্তায় ধর্নায় বসে পড়েছিলেন'। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এদিনও সেই ঘনিষ্ঠতার ছবিই উঠে এসেছে বিধানসভায়।

এনআরসি : অসমের সীমান্ত ঘেঁষা নাগাল্যান্ডের সব প্রবেশপথে কড়া নজরদারি রাখতে সরকারের কাছে দাবি ছাত্র সংগঠনের

ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর এবার অসমের সীমান্ত ঘেঁষা রাজ্য নাগাল্যান্ডেও অনুপ্রবেশকারী প্রবেশের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। এই শঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে নাগা স্টুডেন্টস ফেডারেশন রাজ্য সরকারকে অসম-নাগাল্যান্ডের প্রতিটি সীমান্তে বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। রাজ্যের সব প্রবেশপথে আগত মানুষের ইনারলাইন পারমিট অনুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে নাগা স্টুডেন্টসফেডারেশন।

ছাত্র সংগঠনের আশঙ্কা, ৩১ আগস্ট অসমে প্রকাশিত এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা থেকে ১৯ লক্ষাধিক মানুষের নাম বাদ পড়েছে। এই সব এনআরসি-ছুটদের একাংশ এবার প্রতিবেশী নাগাল্যান্ডে প্রবেশ করতে পারে বলে তাঁদের শঙ্কার কথা সরকারকে জানিয়েছে। নাগা স্টুডেন্টসফেডারেশনের সভাপতি নিনোতো আওমি এবং সাধারণ সম্পাদক লিরেমো আর কিকোন এক বিবৃতিতে তাঁদের শঙ্কার কথা জানিয়ে বলেছেন, ডিমাপুর জেলায় রাজ্য সরকারের শিথিলতা দেখে তাঁরা হতাশ, শঙ্কিত।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, ডিমাপুরে সরকারি শিথিলতা রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর দুয়ার হিসেবে কাজ করছে। জেলায় দিয়ে যে ভাবে মানুষ ঢুকছেন তাতে অনুপ্রবেশকারীতে রাজ্য ভরে যাবে, ফলে নাগা ভূমিপুত্ররা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে, বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন দুই ছাত্রনেতা।

তাঁদের অভিযোগ, বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেগুলেশন ১৮৭৩ সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ না করা এবং ইনারলাইন পারমিটের পরিসর থেকে ডিমাপুরকে ছাড় দেওয়ায় জেলাকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর স্বর্গে পরিণত করেছে।

পঞ্জাবের বাজি কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, ১৯ জনের মৃত্যু

গুরুদাসপুর, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মুম্বইয়ের পর এবার পাঞ্জাবে। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল পঞ্জাবের গুরুদাসপুরে। বাজি তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ছড়াল তীব্র আতঙ্ক। এখনও পর্যন্ত ১৯ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১০ জন জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। কারখানার ভিতর এখনও কমপক্ষে ৫০ জন আটকে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, বুধবার বেলার দিকে পাঞ্জাবের গুরদাসপুরের বাটালায় একটি বাজি তৈরির কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। ভয়ংকর আগুনের ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। কারখানায় দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন। এলাকার বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে চলছে আগুন নেভানোর কাজ। ইতিমধ্যেই ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দমকলের তরফে জানানো হয়েছে, যখন আগুন লাগে, তখন কারখানার ভিতরেই কাজ করছিলেন বহু শ্রমিক। আগুন লাগার পর অনেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও এখনও পর্যন্ত অন্তত পঞ্চাশজন শ্রমিক সেখানেই আটকে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আটকে পড়া শ্রমিকদের দ্রুত উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। তবে ঠিক কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও মঙ্গলবারই মুম্বইয়ের ওএনজিসি প্রকল্পের হিম ঘরে আগুন লাগার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল কমপক্ষে সাতজনের। তার কয়েক দিন আগেই ভস্মিভূত হয়ে যায় মহারাষ্ট্রের ধুলের একটি রাসায়নিক কারখানা। যে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন। আহত হয়েছিলেন অন্তত ১০০ জন। বারবার আগুন লাগার ঘটনায় কারখানাগুলির অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। পাশাপাশি শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টিও চিন্তায় ফেলছে।

মোদী-পুতিন আলোচনা : ভারতে রাশিয়ার সেনাবাহিনী তৈরির অংশ, ২০ বছরে ২০টি নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইউনিট তৈরির পরিকল্পনা

মস্কো, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক অংশীদারিত্বের মধ্যে তেল ও গ্যাস খাতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এবং ভারী বিনিয়োগের যৌথ উতাদন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বুধবার ভারত ও রাশিয়া ১৫টি চুক্তি ও নথি স্বাক্ষর করেছে। একই সঙ্গে আগামী ২০ বছরে ভারতে ২০টিরও বেশি নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইউনিট তৈরির পরিকল্পনা নিল রাশিয়া।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে আলোচনার পরে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয় এবং দুই নেতারা একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে এটি কুড়ি তম শীর্ষ সম্মেলন ছিল, যেখানে দুই দেশের নেতারা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এদিন সকালেই রাশিয়ার ভ্লাদিভস্তক পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নরেন্দ্র মোদীই প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি রাশিয়ার ভ্লাদিভস্তকে এলেন।

হরিয়ানার কংগ্রেস সভানেত্রী হলেন শৈলজা

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দলীয় অন্তকলহকে সামাল দিতে হরিয়ানার প্রদেশ সভানেত্রী করা হল কুমারী শৈলজাকে। বর্তমান প্রদেশ সভাপতি অশোক তানওয়ারের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। রাজ্য বিধানসভার পরিষদীয় দলনেতা করা হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডাকে। পাশাপাশি তাঁকে দলীয় রাজ্য নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে।

বুধবার রাজধানী দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে গুলাম নবি আজাদ জানিয়েছেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কুমারী শৈলজাকে হরিয়ানার প্রদেশ সভানেত্রী করা হল। কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা দায়িত্ব দেওয়া হল ভূপেন্দ্র সিং হুডাকে। দলের রাজ্য নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যানও করা হয়েছে তাঁকে।

রাজ্যের সভাপতি পদ থেকে অশোক তানওয়ারের অপসারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে গুলাম নবি আজাদ জানিয়েছেন, সভাপতি হিসেবে ছয় বছর ছিলেন অশোক তানওয়ার। তাঁর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার ফলেই তাঁকে অপসারণ করা হল। উল্লেখ করা যেতে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি নিয়ে ভূপেন্দ্র সিং হুডা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। অন্যদিকে চারবারের সাংসদ এবং ইউপিএ-র আমলে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কুমারী শৈলজার কাছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলকে সঙ্ঘবদ্ধ রাখা সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

জম্মুতে বিজেপিতে যোগ দিলেন এনসিপির সহ-সভাপতি

জম্মু, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এনসিপির রাজ্য সহ-সভাপতি সহ জম্মুতে বিজেপি যোগদান একাধিক রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মীর।

বুধবার জম্মুতে দলীয় কার্যালয়ে এনসিপির রাজ্য সহ-সভাপতি কৃষাণ কুমার ধিংড়া পাশাপাশি তপশিলি জাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর সেলের চেয়ারম্যান রতন চন্দ দেওয়ান চন্দ এবং যুগ্ম রাজ্য সম্পাদক ভেদ রাজ ভারতি এদিন বিজেপিতে যোগ দেন। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অশোক কাউলের উপস্থিতিতে এনসিপির এই নেতারা যোগ দেন। এছাড়াও এদিন যারা বিজেপি যোগ দিয়েছেন তারা হলেন তিলক রাজ, পিডিপি নেতা সুরীন্দ্র খাজুরিয়া এবং বাল্মিকি সমাজের নেতা আসিফ গিল। অন্যদিকে বহু সমাজকর্মীও এদিন বিজেপি যোগ দান করেছেন। এই প্রসঙ্গে অশোক কাউল জানিয়েছেন, ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি পর বিজেপির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বেড়েছে। বিজেপিই পারে দেশ এবং সমাজকে শক্তিশালি করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

উল্লেখ লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জয়লাভের পর গোটা দেশজুড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি পরে সেই প্রবণতা আরও বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বারকায় স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন, তদন্তে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ পশ্চিম দিল্লির দ্বারকায় অজ্ঞাত পরিচয়ে দুষ্কৃতিদের গুলি প্রাণ হারালেন এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী। মৃতের নাম ললিত অগ্রবাল। বয়স ৩৭। মৃতের বাড়ি সাই বাবা মন্দিরের কাছে মধু বিহার এলাকায়।

মঙ্গলবার গভীর রাত ২টো ৩৬ মিনিট পুলিশের কাছে গুলি চালনার ঘটনার খবর আসে। ঘটনাস্থলে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় ললিত অগ্রবালকে উদ্ধার করে স্থানীয় আকাশ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা ললিত অগ্রবালকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরনো শত্রুতার জেরে খুন কিনা তা তদন্ত দেখছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ। এই হত্যাকাণ্ডের জেরে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদি দুষ্কৃতিরা এখনও অধরা। দিল্লিটে একটি গয়নার দোকান রয়েছে ললিত অগ্রবালের।

হানিপ্রীতের জামিনের আর্জি খারিজ করল আদালত

চণ্ডীগড়, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুরমিত রাম রহিম সিংয়ের সহযোগী হানিপ্রীতের জামিনের আর্জি বুধবার খারিজ করল পঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্ট।

ডেরা সাচ্চা সৌধার প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিংয়ের সহযোগী হানিপ্রীত ওরফে প্রিয়াঙ্কা তানেজা হরিয়ানায় পাঁচকুলার হিংসার প্রধানচক্রী ছিলেন। এদিন তাঁর জামিনের আর্জি খারিজ করে দেয় আদালত। উল্লেখ করা যেতে পারে জন মানসে নিজেকে গুরমিত রাম রহিমের দত্তক কন্যা হিসেবে পরিচয় দিতেন তিনি। গুরমিত রাম রহিম আদালতে জোড়া ধর্ষণ মামলায় দোষীসাব্যস্ত হওয়ার দিন অর্থাৎ ২৫ আগস্ট ২০১৭ সালে চূড়ান্ত উত্তেজনা ছড়ায় গোটা পাঁচকুলা এবং সিরসা জুড়ে। অভিযোগ এই হিংসার মূলচক্রী ছিলেন হানিপ্রীত। ৩ অক্টোবর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে আম্বালা জেলে বন্দি তিনি। ওই হিংসার ঘটনায় ৪১ জন প্রাণ হারায়।

হাইলাকান্দিতে এনআরসি-ছুট মহিলার আত্মহত্যা, চাঞ্চল্য, প্রতিক্রিয়া

হাইলাকান্দি (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সদ্য প্রকাশিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-তে নিজের নাম না দেখে গায়ে অগ্নিসংযোগ করে হাইলাকান্দি শহরের জনৈক মহিলা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সংকটজনক অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ মহিলাকে উদ্ধার করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশত হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাইলাকান্দি জেলা-সহ গোটা বরাক উপত্যকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন মহল প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছে।

ঘটনা বুধবার বেলা প্রায় ১-টা নাগাদ হাইলাকান্দি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত স্টেশন রোডে সংঘটিত হয়েছে।

আত্মঘাতী মহিলার নাম সাবিত্রী রায়। তাঁর শরীরের প্রায় ৯৫ শতাংশ আগুনে ঝলসে গিয়েছিল। সাবিত্রীদেবীর পারিবারিক সূত্রের দাবি, সদ্য প্রকাশিত এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকায় তাঁর নাম না দেখে চরম হতাশা ও আতঙ্কে ভুগছিলেন তিনি। এরই পরিণতিতে আজ তাঁদের বাথরুমে ঢুকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে অগ্নিসংযোগ করেন। বাথরুম থেকে সাবিত্রীদেবীর আর্ত চিৎকার শুনে এবং ধুয়ো বেরোচ্ছে দেখে দরজা ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে হাইলাকান্দির সন্তোষকুমার রায় অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে রেফার করেন। সেখানে ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে বিকেলের দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সাবিত্রী রায়।

সাবিত্রী রায়ের পরিবার এবং স্থানীয়দের অভিযোগ, এনআরসি-গড়মিলের বলি হয়েছেন তিনি। এজন্য অনেকে এনআরসি-র রাজ্য সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলাকে দায়ী করেছেন। তাঁরা বলেছেন, তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যের নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও, সাবিত্রীদেবীর নাম বাদ পড়েছে। এতে তিনি ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এবার পুলিশ তাকে ধরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে। এই ভীতির পরিণতি আত্মহত্যা।

এদিকে সাবিত্রী রায়ের মৃতদেহ পুলিশ নিজেদের জিম্মায় নিয়ে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রেখেছে। ময়না তদন্তের পর তাঁর পরিবারের হাতে মৃতদেহ সমঝে দেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

সংসদে দাদাভাই নওরোজির জন্মজয়ন্তী পালনে অনুপস্থিত সংসদেরা

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : স্বাধীনতা সংগ্রামী দাদাভাই নওরোজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সংসদের ভবনের সেন্ট্রাল হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থেকে সংসদের উভয় কক্ষের সকল সাংসদেরা। লোকসভা এবং রাজ্যসভা মিলিয়ে প্রায় ৭৮০ জন সাংসদ রয়েছে। কিন্তু পরাধীন ভারতে অগ্রণী এই স্বাধীনতা সংগ্রামীকে শ্রদ্ধা জানাতে একজন সাংসদকে দেখা যায়। ফলে দাদাভাই নওরোজির তৈলচিত্রতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান লোকসভা, রাজ্যসভার সচিবালয়ের আধিকারিকেরা ।এমনকি উপস্থিত ছিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের অন্যান্য আধিকারিকেরা। ২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য সকল সাংসদদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এখন দেশের বাইরে। দাদাভাই নওরোজিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ট্যুইটবার্তায় লেখেন, ভারতের আর্থ-সামাজিক সংস্কারক। আদ্যপান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং অর্থনৈতিক চিন্তাবিদের প্রতি শ্রদ্ধা রইল।

পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরেন্দ্র সিং এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবদন্তি এই স্বাধীনতা সংগ্রামীকে স্মরণ করেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার দাবিতে তিনি আন্দোলন শুরু করেন এবং ভারতবর্ষের সমস্যাদি ইংরেজদের সামনে তুলে ধরার অভিপ্রায় থেকে অন্যান্যের সহযোগিতায় গড়ে তুলেন লন্ডন ইন্ডিয়ান সোসাইটি।

১৯০৬ সালের কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে দাদাভাই দলের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এই অধিবেশনেই তিনি ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রথম উত্থাপন করেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত বই পভার্টি অ্যান্ড আন ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান করতে বুধবার রাজ্যে আসেন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের এক প্রতিনিধি দল। ছবি নিজস্ব।

স্বপ্নাদেশ : রাস্তা থেকে মন্দিরে জগন্নাথের শিলা, কৌতূহলী দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় পাথারকান্দিতে

পাথারকান্দি (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : স্বপ্নাদেশের বলে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে গ্রামের মন্দিরে সিংহাসনে বসিয়ে পুজোর্চনা হচ্ছে জগন্নাথদেবের এক শিলা। খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে গৃহস্থের বাড়িতে প্রতিদিন শতাধিক কৌতূহলী দর্শনার্থী ভিড় করে নানা উপাচারে পুজো দিচ্ছেন জগন্নাথের শিলাকে। ঘটনা করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি শহর সংলগ্ন পাথারিগ্রামের।

বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা মহল, বিশেষ করে বিজ্ঞানমনস্করা নানা কথা বললেও অধিকাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী যাঁরা অনন্তকাল থেকে চন্দ্র সূর্য বরুণ গাছ-গাছালি, জল, জঙ্গল, পশুপক্ষীদের দেবতাজ্ঞানে পূজো করে আসছেন তাঁরা প্রতিদিন ভিড় করে নানা উপাচারে পুজো দিচ্ছেন শিলাখণ্ডে আবির্ভূত জগন্নাথদেবকে। বুধবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

অন্যদিনের মত আজও পাথারিগ্রামের জগন্নাথমন্দিরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত শিলায় পুজো দিতে ভিড় জমিয়েছিলেন আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্তকুল। জগন্নাথদেবের মূর্তি প্রাপ্তি সম্পর্কে উপস্থিত ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁদের অনেকে চমকে দেওয়ার মতো খবর শুনিয়েছেন। তাঁরা জানান, গত ১০ আগস্ট রাতে স্থানীয় জনৈক ধর্মপ্রাণ মহিলার স্বপ্নাদেবশ হয় এলাকার জাতীয় সড়কের নির্দিষ্ট এক জায়গায় জগন্নাথদেবের আদলে একটি শিলা গড়াগড়ি দিচ্ছে। তাঁকে এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে স্বপ্নাদিষ্ট হন মহিলাটি। অনুরূপ স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছেন গ্রামের অন্যরাও। যথারীতি গ্রামের মানুষ সম্মিতভাবে শিলাটিকে এনে গ্রামের জগন্নাথদেবের মন্দিরে স্থাপনা করে নিত্যপুজোর ব্যবস্থা করেন। দুর্লভদর্শন এই শিলা খণ্ডকে জগন্নাথদেব বিশ্বাসে মন্দিরে চলছে নিয়মিত পূজাপাট।

পাকিস্তানের কোয়েটায় সিটিডি-র অভিযানে খতম ছ'জন সন্ত্রাসবাদী, আহত সুরক্ষা বাহিনীর পাঁচজন জওয়ান

কোয়েটা (পাকিস্তান), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী কোয়েটায় কাউন্টার টেররিজম ডিপার্টমেন্ট (সিটিডি)-এর অভিযানে খতম হল ছ'জন সন্ত্রাসবাদীঊ অভিযান চলাকালীন সন্ত্রাসবাদীদের পাল্টা হামলায় আহত হয়েছেন সুরক্ষা বাহিনীর পাঁচজন জওয়ানঊ বুধবার ভোররাতে কোয়েটার ইস্টার্ন বাইপাসের কাছে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয় সিটিডি-রঊ অভিযানে খতম হয়েছে ছ'জন সন্ত্রাসবাদী।

সিটিডি-র মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় ইস্টার্ন বাইপাসের কাছে গোপন ডেরায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীঊ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বুধবার ভোররাতে অভিযান চালায় কাউন্টার টেররিজম পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগঊ অভিযান চলাকালীন বিস্ফোরণে নিজেকে উড়িয়ে দেয় একজন আত্মঘাতী বোমারুঊ সবমিলিয়ে একজন মহিলা-সহ মোট ছ'জন সন্ত্রাসবাদী খতম হয়েছেঊ তবে, অভিযান চলাকালীন ছ'জন জওয়ান আহত হয়েছেঊ গোপন ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

সিঙ্গাপুরে মাদাম তুঁসোর জাদুঘরে উন্মোচিত হল শ্রীদেবীর মোমের মূর্তি

সিঙ্গাপুর, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অভিনেত্রী শ্রীদেবীর মোমের মূর্তি উন্মোচিত হল মাদাম তুঁসোর সিঙ্গাপুরের জাদুঘরে। প্রয়াত এই অভিনেত্রীর মোমের মূর্তি উন্মোচন করেন তাঁর স্বামী ও চলচ্চিত্র নির্মাতা বনি কাপুর এবং দুই কন্যা জাহ্নবী এবং খুশি কাপুর। বনি কাপুরের সঙ্গেই সিঙ্গাপুরে এসেছেন তাঁর ভাই সঞ্জয় কাপুর। বুধবার সঞ্জয় কাপুরই এই বিশেষ দিনটিতে একটি মর্মস্পর্শী বার্তা দিয়ে শ্রীদেবীর মোমের মূর্তির ফার্স লুকটি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন। সঞ্জয় লিখেছেন, "তিনি চিরকালই আমাদের অন্তরে বাস করবেন।" লাল গাউন পরে মায়ের স্মৃতির এই দিনে উপস্থিত ছিলেন জাহ্নবী, স্বাভাবিকভাবেই এই দিনটি তারও মনে উস্কে দিচ্ছিল বহু ফেলে আসা মুহূর্তের ছবি। অন্যদিকে ধূসর রঙা পোশাকে খুশি কাপুরও যে মা''কে মিস করছেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। মায়ের মোমের মূর্তির পাশে দুই কন্যা জাহ্নবী ও খুশিকে দেখা গেছে।

জরুরী পরিষেবা

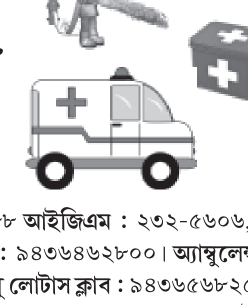

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজস্থান মন্ত্রীদের বেতন আইন অসাংবিধানিক : হাইকোর্টের নির্দেশে বাংলো ছাড়তে হবে প্রাক্তন মন্ত্রীদের

জয়পুর, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজস্থান মন্ত্রীদের বেতন আইন, ১৯৯৬-এ সংশোধন এনেছিল বসুন্ধরা রাজে সরকার। সেই সংশোধনী আইনকে ''অসাংবিধানিক'' বলে বুধবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের সরকারি বাংলো খালি করার নির্দেশ দিল রাজস্থান হাইকোর্ট।

উচ্চ আদালতের নির্দেশের পর আইনজীবী ভি চৌধুরী বলেন, 'বসুন্ধরা রাজে সরকার রাজস্থান মন্ত্রীদের বেতন আইন, ১৯৯৬-এ সংশোধন এনেছিল, যার অধীনে প্রাক্তন-মুখ্যমন্ত্রী, যারা পাঁচ বছরের জন্য রাজ্য শাসন করেছেন, বিনামূল্যে বাংলো, ব্যক্তিগত সচিব, স্টেনোগ্রাফার, গ্রেড ১ কর্মী, ড্রাইভার এবং আজীবন গ্রেড ৩-র ৪ জন করে কর্মী পাবেন।' আইনজীবী ভি চৌধুরী আরও জানান, 'ভারত জুড়ে ভ্রমণের জন্য নিখরচায় গাড়ি পাওয়ার অধিকারী ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রীরা। এই সুযোগগুলি গ্রহণ করতে না চাইলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ গ্রহণের অধিকারী ছিলেন তাঁরা। পাঁচ বছরের কম সময় শাসন করেছেন যাঁরা, তারাও কিছু সুযোগ-সুবিধার আওতায় ছিলেন। কিন্তু, হাইকোর্ট এই সুযোগগুলি ''অসাংবিধানিক'' ঘোষণা করেছেন। আদালতের সিদ্ধান্তকে সম্মান করে প্রাক্তন মন্ত্রীদের বাংলো খালি করে দেওয়া উচিত।'

ভালো আছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অস্ত্রোপচারের পর ছেড়ে দেওয়া হল হাসপাতাল থেকে : বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আহমেদাবাদের কে ডি হাসপাতালে ঘাড়ের পিছন দিকে লাইপোমার জন্য বুধবার একটি ছোট্ট অস্ত্রোপচার হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। বেসরকারি কে ডি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে বিজেপির (ভারতীয় জনতা পার্টি) দলীয় সূত্রের খবর।

হাসপাতালের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের ঘাড়ের পিছনে সাফল্যের সঙ্গে লাইপোমা অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। এই ছোট অস্ত্রোপচারের পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।' লাইপোমা হ''ল ধীরে ধীরে বর্ধিত, চর্বিযুক্ত ছোট টিউমার বিশেষ, অতিমাত্রায় ফ্যাট সেল বেড়ে হয় যা মূলত ত্বক এবং অন্তর্নিহিত পেশী স্তরগুলির মধ্যে অবস্থান করে। বিজেপি জানিয়েছে, অস্ত্রোপচারের পর অমিত শাহকে ছেড়ে দিয়েছে হাসপাতাল। তিনি সুস্থ রয়েছেন। রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতাল গিয়েছিলেন অমিত শাহ। পরে তাঁর লাইপোমা অপারেশন হয়।

দুধের দাম বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ দুগ্ধ সরবরাহ কারীদের

বাঁকুড়া, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দুধের ক্রয় মূল্য বৃদ্ধির দাবীতে সোচ্চার দুগ্ধ সরবরাহ কারীরা দুগ্ধ উৎপাদক সংস্থার অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়।দুধের দাম বৃদ্ধি না করলে তারা দুধ সরবরাহ করতে পারবে না বলে জানিয়েছেন। বুধবার সকালে দুগ্ধ সরবরাহ সমিতির সদস্যরা কলেজ রোডে কংসাবতী দুগ্ধ উৎপাদক সংঘ লিমিটেড বা কামূল এর সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়।কামূল জেলার বিভিন্ন দুগ্ধ সরবরাহ সমবায় সমিতির মাধ্যমে দুধ সংগ্রহ করে তা বাজার জাত করে।

সমবায় সমিতি গুলির কাছে দুধের গুণগত মান পরীক্ষা করে ২৫ টাকা লিটার দরে দুধ ক্রয় করে কামূল।বর্তমান বাজারে ২৫ টাকা লিটার দরে দুধ বিক্রি করে তাদের আর পোষাচ্ছে না বলে সরবরাহকারীদের বক্তব্য।গো খাদ্যের দাম বেড়েছে অনেকটাই সেকারনে গো পালনে খরচ বেড়েছে।তাদের বক্তব্য যেখানে এক লিটার জলের দাম ২০ টাকা সেখানে ভালো মানের দুধের দাম ২৫ টাকা।সরবরাহকারীরা দুধের ক্রয় মূল্য ৩৫ টাকা করার দাবি জানিয়েছেন। দুধের দাম বৃদ্ধির দাবীর সুষ্ঠ মীমাংসা না হলে কামূল এর দুগ্ধ উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

রাজস্থানের ঝুনঝুনুতে ভূমিকম্প

জয়পুর, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলা। বুধবার দুপুরে কম্পন অনুভূত হতেই নিজেদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন বহু বাসিন্দা। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

এদিন রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৮। ইন্ডিয়ান মেটেরোজিক্যাল ডিপার্টটমেন্টের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এদিন দুপুর ৩টে ৩০মিনিট কম্পন অনুভূত হয় ঝুনঝুনুতে। ভয় পেয়ে বহু মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। এই কম্পনের গভীরতা ছিল ১৬ কিলোমিটার।

এই ভূমিকম্পের জেরে জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। স্থানীয়দের ভয় না পেয়ে শান্ত থাকতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন।

৩৭০ ধারা বিলুপ্তি ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়, পাকিস্তানের অস্বস্তি বাড়িয়ে বার্তা ভুটানের বিদেশমন্ত্রীর

থিম্পু, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের চাপে ইমরান খান সরকারঊ এবার ভুটানও জানিয়ে দিল, ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ঊ বুধবার ভুটানের বিদেশ মন্ত্রী তাণ্ডি দোর্জি জানিয়েছেন, 'আমাদের মতে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ঊ এছাড়াও এটাও বলতে চাই যে, সীমান্তে শান্তি বজায় থাকা উচিত এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হওয়া উচিতঊ'

প্রসঙ্গত, এর আগে নেপালও জানিয়ে দিয়েছে, ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ঊ ভারত মহাসাগর সম্মেলনের ফাঁকে কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা প্রসঙ্গে নেপালের অবস্থান কী তা নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে নেপালের বিদেশমন্ত্রী প্রদীপ কুমার গাওয়ালি বলেন, 'সংবিধান পরিবর্তনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সরকারেরই ডোমেইনঊ তাই আমাদের কোনও মন্তব্য থাকতে পারে নাঊ' শুধুমাত্র নেপাল ও ভুটানই নয়, ৩৭০ ধারা বিলুপ্তিকে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় আখ্যা দিয়েছে বাংলাদেশ এবং ফ্রান্স-সহ বেশ কয়েকটি দেশ

ডাকাত মইনুল

আটের পাতার পর

অবশেষে মঙ্গলবার রাতে এক গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আজ ভোরে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে কুখ্যাত ডাকাত মইনুলকে। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির নির্দিষ্ট ধারায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, তার সঙ্গে কোনও জেহাদি-যোগ আছে কি না তা-ও পুলিশের উর্ধতন অফিসাররা যাচাই করছেন বলে জানান তদন্তকারী আধিকারিক।

ঘোষণা চার

আটের পাতার পর

করা হবে তার ইঙ্গিত সরকারের তরফে আগেই দেওয়া হয়েছিল। সেইমতো বুধবার এই চার জনকে সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার।

নরেন্দ্র মোদী সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে ১৯৬৭ সালের আনল''ফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন আইন (ইউএপিএ) সংশোধন করে। এই আইন অনুসারে একক ভাবেও সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করা যাবে। আইন সংশোধনের মাস খানেকের মধ্যেই এই চার জন মাসুদ আজহার, হাফিজ সঈদ, দাউদ ইব্রাহিম, জাকি-উর-রহমান লকভী-কে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করা হল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে এদিন এই চারজনকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই চার জনের নামে রেড কর্নার নোটিশ জারি করেছে সরকার।

বিজেপির সম্পর্ক অভিযান : মিলখা সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রকাশ জাভড়েকর

চণ্ডীগড়, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শুরু হয়ে গিয়েছে বিজেপির মহা জন সম্পর্ক অভিযান। এই অভিযানের অংশ হিসাবে বুধবার চণ্ডীগড়ে কিংবদন্তি অ্যাথলিট মিলখা সিংয়ের বাসভবনে প্রবীণ ক্রীড়াবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। কিংবদন্তি ক্রীড়াবিদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও এদিন দেখা করেছেন পরিবেশ ও তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রী।

এদিন সকালে চণ্ডীগড়ে কিংবদন্তি অ্যাথলিট মিলখা সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে নিজের হ্যান্ডেল থেকেই টুইট করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাবড়েকর জানান, 'মহা জন সম্পর্ক অভিযানে আজ শ্রী মলখা সিংজি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁর কন্যাদের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে ৩৭০ ধারা এবং ৩৫ এ ধারার অবলুপ্তি সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যবিধির একটি পুস্তিকাও দিয়েছি তাঁদের।'

ত্রিপুরাকে হেলথ হাব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ চলছে : মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরাকে হেলথ হাব হিসাবে গড়ে তোলার দিশায় কাজ করছে রাজ্য সরকার। এর জন্য অনুকূল পরিবেশ রয়েছে রাজ্যে। তাই দেশের নামি প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা চলছে। মেডিক্যাল সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পিপিপি মডেলকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। বুধবার আগরতলায় একটি বেসরকারি হেলথ কেয়ার প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দেব বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে শিল্পের বিকাশে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, মেডিক্যাল সেক্টরে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি রোজগারের সুযোগও সৃষ্টি হয়। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা এবং পার্শবর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রচুর সংখ্যক রোগী উন্নত চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরা হয়ে চেন্নাই-সহ দেশের অন্যত্র ছুটে যাচ্ছেন । এতে বিপুল পরিমাণ অর্থ রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। একই সঙ্গে পরিশ্রম এবং সময় ব্যয় হয় । তিনি বলেন, চেন্নাই-সহ দেশের অন্যান্য হাসপাতালগুলিতে বাংলাদেশের রোগীদের সুবিধার্থে সব ধরনের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে যাতে বাংলাদেশের রোগীদের ভাষাগতভাবে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয় । রাজ্য সরকার এ বিষয়গুলি বিবেচনা করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমস্ত পরিকাঠামো রাজ্যে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হয়েছে । রাজ্য এবং পার্শবর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের রোগীরা যাতে ত্রিপুরাতেই সব ধরনের চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারেন সেই লক্ষ্যেই সরকার সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, দৃঢ়তার সাথে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, ১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত চিকিৎসা সুবিধাসম্পন্ন রিজিওনাল ক্যানসার হাসপাতাল ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হবে । এছাড়া জিবি হাসপাতালে অত্যাধুনিক নতুন বিভাগ খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । তাঁর কথায়, স্বাস্থ্যশিক্ষার ক্ষেত্রে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে এ বছর থেকে এমবিবিএস কোর্সে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে । সাথে যোগ করেন, ত্রিপুরায় এএনএম এবং জিএনএম কোর্সও চালু রয়েছে । আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমেও ত্রিপুরার মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে সুবিধা পাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন ।

প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শিল্প-উদ্যোগীরা যাতে এগিয়ে এসে কারখানা স্থাপন করতে পারেন সেই লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকার সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম চালু করেছে । ইতিমধ্যে ১০টি প্রজেক্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়েছে । তাঁর দাবি, শিল্প গড়ার জন্য আগে যে ১৯টি দফতর থেকে অনুমতি নিতে হত তা এখন একই জায়গায় করার লক্ষ্যে স্বাগত নামক পরামর্শদান কেন্দ্র খোলা হয়েছে । তাতে এক মাসের মধ্যে সমস্ত অনুমতি পাওয়া যাবে ।

অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, আজ এক নয়া দিগন্তের উন্মোচন হল । রাজ্যের মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য যাতে বহির্রাজ্যে না যেতে হয় সেই লক্ষ্যে আগামী দিনে এই সেন্টারটির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবার সমস্ত সুযোগ পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন । অনুষ্ঠানে বিধায়ক আশিসকুমার সাহা বলেন, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাকে মূলত সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছে রাজ্য

স্টেশন

● **প্রথম পাতার পর**

চোরাইবাড়ি ও ধর্মনগর রেল স্টেশনের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত এই নদিয়াপুর রেলওয়ে স্টেশনটি শুরুতে খুব জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। প্রায় দশ হাজার মানুষের ভরসাস্থল ছিল স্টেশনটি। থাকতেন স্টেশন মাস্টার থেকে শুরু করে জিআরপিএফ, পোর্টার ও অন্যান্য রেলকর্মীরা। তাছাড়া এই স্টেশনে ছিল একটি গুদামও। ছিল পর্যাপ্ত স্টাফ কোয়ার্টারও।

স্টেশনের পাশেই রয়েছে নদিয়াপুর, কালাছড়া, উত্তর হুড়ুয়া, গৌরীপুর ও লক্ষ্মীনগর গ্রাম। এখানকার প্রায় শতাদিক গ্রামবাসীর যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে রেল। সম্প্রতি আচমকা নদিয়াপুর রেল স্টেশন থেকে স্টেশন মাস্টার, জিআরপিএফ ও সকল রেল কর্মীকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে শতাব্দিপ্রাচীন নদীয়াপুর রেল স্টেশনটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়ার মুখে। এমন সংকটে যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এখানে স্থানীয় এক ব্যক্তি বেসরকারিভাবে রেলের টিকিট সংগ্রহ করে বিক্রি করছেন বলে জানা গেছে। নানান সমস্যার যাঁতাকলে নিত্যযাত্রীদের দুর্দশা চরমে ঠেকেছে। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে ওই রেল স্টেশনে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় জনগণ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী-সহ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জিএম এবং রেলমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।

হাসপাতালে

● **প্রথম পাতার পর**

হরিণ শাবকটি।

এ ঘটনায় এলাকার পরিবেশপ্রেমীরা নানা প্রশ্ন তুলেছেন। হরিণ শাবকের মৃত্যুর জন্য নানা কারণ তুলে তাঁরা বন বিভাগকে দায়ী করেছেন। অনেকে বলছেন, হরিণ শাবকটি যথাসময়ে চিকিৎসা পায়নি, তাই মৃত্যু হয়েছে তার। আবার অনেকে এ ঘটনার জন্য গ্রামের যুবকদের দায়ী করছেন। তাঁদের বক্তব্য, তাড়িয়ে লাঠিপেটা করার জন্য মারা গেছে এক অবলা পশুসম্পদ।

এদিকে মৃত হরিণ শাবকের ময়না তদন্ত করে তাকে মাটিতে পোঁতা হয়েছে। ফরেস্ট প্রটেকশন ইউনিটের ইনচার্জ ফাংকিমা ডার্লং জানান, ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর তার মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। সে অনুযায়ী পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথাও জানান ডার্লং।

বিদ্যুৎ

● **প্রথম পাতার পর**

নিয়ে যায়। গত ২৬ আগস্ট সিনিয়র ম্যানেজারের গাফিলতির কারণে অমৃত দেববর্মা নামে এক অস্থায়ী বিদ্যুৎ কর্মী লাইনের সারাইয়ের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। সেক্ষেত্রেও, বিদ্যুৎ নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার কোন দায়িত্ব পালন করেননি বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রার্থী

● **প্রথম পাতার পর**

জবাব দেবেন ভোটাররা।

আজ বিজেপি প্রার্থী মিমি মজুমদার পশ্চিম ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা রিটার্নিং অফিসারের কাছে তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

ডিওয়াইও'র প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যের বিজেপি সরকারের ২৪টি নতুন মদের দোকান ও কয়েকটি বার খোলার সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সর্বনাশা সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানায়। একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে আবার অপরদিকে সরকারের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে রাজ্যে নতুন করে মদের দোকান ও বার খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রায় ৪০ লক্ষ জনসংখ্যার রাজ্যে ৭ লক্ষ বেকার। সরকার এই বেকার সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে উল্টো যুব সমাজকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য নতুন করে মদের দোকান ও বার খোলার অনুমতিই দিচ্ছে। টিভি, মোবাইল এর দৌলতে সমাজে অপসংস্কৃতির জোয়ার বইছে, পাশাপাশি মদ সহ বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্যের উপস্থিতি যুবসমাজকে একদিকে যেমন পুঙ্গ করে দিচ্ছে। অপরদিকে বাড়ছে ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, বধূহত্যা শিশুপাচার আরো অনেক ধরনের সামাজিক অপরাধ।

আমরা বাঙালির জেলা সচিব প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। গতকাল বেলা ১.৩০ মিনিটে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার আমরা বাঙালী দলের বিশিষ্ট প্রবীন কর্মী, জেলা সচিব রতন রায় পরলোক গমন করেন। তিনি বেশকিছুদিন ধরেই শারিরীক ভাবে খুব অসুস্থ থাকা সত্বেও সাংগঠনিক কাজে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র আত্মীয়সজন সহ বহু গুন মুগ্ধদের রেখে গেছেন। তিনি বীরগঞ্জ বিধানসভঅ কেন্দ্রে একাধিকবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

শিলা

● **প্রথম পাতার পর**

কথা বললেও অধিকাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী যাঁরা অনন্তকাল থেকে চন্দ্র সূর্য বরুণ গাছ-গাছালি, জল, জঙ্গল, পশুপক্ষীদের দেবতাজ্ঞানে পূজো করে আসছেন তাঁরা প্রতিদিন ভিড় করে নানা উপাচারে পুজো দিচ্ছেন শিলাখণ্ডে আবির্ভূত জগন্নাথদেবকে। বুধবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

অন্যদিনের মত আজও পাথারিগ্রামের জগন্নাথমন্দিরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত শিলায় পুজো দিতে ভিড় জমিয়েছিলেন আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্তকুল। জগন্নাথদেবের মূর্তি প্রাপ্তি সম্পর্কে উপস্থিত ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁদের অনেকে চমকে দেওয়ার মতো খবর শুনিয়েছেন। তাঁরা জানান, গত ১০ আগস্ট রাতে স্থানীয় জনৈক ধর্মপ্রাণ মহিলার স্বপ্নাদেবশ হয় এলাকার জাতীয় সড়কের নির্দিষ্ট এক জায়গায় জগন্নাথদেবের আদলে একটি শিলা গড়াগড়ি দিচ্ছে। তাঁকে এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে স্বপ্নাদিষ্ট হন মহিলাটি।

অনুরূপ স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছেন গ্রামের অন্যরাও। যথারীতি গ্রামের মানুষ সম্মিতভাবে শিলাটিকে এনে গ্রামের জগন্নাথদেবের মন্দিরে স্থাপনা করে নিত্যপুজোর ব্যবস্থা করেন। দুর্লভদর্শন এই শিলা খণ্ডকে জগন্নাথদেব বিশ্বাসে মন্দিরে চলছে নিয়মিত পূজাপাট।

অরুণাচলে

● **প্রথম পাতার পর**

কিছু সরঞ্জাম নিয়ে আসে। এরা ভারত ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে দেখে তেড়ে যায় সীমান্তে মোতায়িত ভারতীয় সেনা। ভারতের তাড়া খেয়ে চৈনিকরা তাদের সরঞ্জাম, এমন-কি বুলডজার ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, জানান সাংসদ তাপির গাও।

মঞ্চের

অভিযানের

কলেজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানেও কাঞ্চনপুর উন্নয়ন মঞ্চের পক্ষ থেকে মনু ছৈলেংটায় বিএসএফ'র ফায়ারিং রেঞ্জ স্থাপনের জন্য দাবি জানিয়ে স্মারক লিপি তুলে দেওয়া হয়েছিল।

উৎসাহ

● **প্রথম পাতার পর**

ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত নেই।

বিশেষ করে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষকরাও যেখানে আক্রান্ত কিংবা শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় পরিগণিত হচ্ছে সেখানে শিক্ষক দিবসই ওইসব মতভেদ দূর করে শিক্ষক ও ছাত্র সমাজকে একই সূত্রে গাঁথার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতে সাহায্য করছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকতার পেশায় আসতে চাইছে না। প্রত্যেকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী কিংবা গবেষক হতে চাইছে। তাতে শিক্ষকতায় অনেক ক্ষেত্রেই ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষক দিবস সেই মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকেও শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে অনন্য ভূমিকা পালন করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে কারণেই শিক্ষক দিবসের আগের দিনে প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই বড় ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা ছোট ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করে শিক্ষকতার পেশাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। তারাও ভবিষ্যতে শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত হওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করছে। রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্কুলে এই চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে।

শিশুর ব্যক্তিসত্ত্বা গঠনে বড় ভূমিকান পালন করছেন শিক্ষকরা। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণ চেয়েছিলেন সকল মানুষই যাতে এক একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারেন, সকলের মধ্যেই যাতে একটি বিশ্ব দৃষ্টি তৈরি হয়, কোন প্রকার ক্ষুদ্রতা, নিচতা, সকীর্ণতা যেন মানুষকে আশ্রয় না করে। তাহলেই প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠা সম্ভব হবে। শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে এটাই হোক সকলের প্রত্যাশা।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

রোজগার সৃষ্টি করতে হবে এবং তবেই ঐ শিল্প উন্নত হতে পারবে। আমাদের নতুন সরকার আসার পর কালচারেল হাব, হেল হাব, আইটি হাবের কথা বলছে এবং সেই মোতাবেক অর্থও বরাদ্দ হচ্ছে। বিভিন্ন একাডেমীকে আমন্ত্রন করা হচ্ছে এবং নজরুল কলাক্ষেত্রে ললিত কলা একাডেমিকে আলাদা জায়গা করে দেওয়া হয়েছে যেখান থেকে তারা কাজ করছে।

সত্যজিত রায় ফাউন্ডেশনেরও একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে কোন কালচারেল হাব নেই কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক সব ধরনের বাতাবরন রয়েছে। কিন্তু পূর্বতন সরকার কালচারেল হাব বানানোর কোন উদ্যোগ নেয় নি। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ইন্ডাষ্ট্রী রয়েছে মহারাষ্ট্রে, ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রী। কিন্তু সেখানে সরকার কোন ভূমিকাতে নেই শুধু তার জন্যে পরিকাঠামো তৈরি করে দিয়েছে সরকার। ত্রিপুরা রাজ্যের কাছে ছিলেন দুইজন কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী এস ডি বর্মন ও আর ডি বর্মন কিন্তু পূর্বতন সরকার তাদেরকে অবহেলিত করে রেখেছিল। তাই আজ আমি বলছি আপনারা এগিয়ে আসুন, কলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভিক্ষা করার দরকার নেই, একবার সংকল্প করুন দেখবেন সফলতাও পেয়ে যাবেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন, বিধায়ক আশিষ সাহা ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকগণ।

অভিযানের

● **প্রথম পাতার পর**

এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হবে ।

ওই অভিযানের প্রত্যেক সদস্যের সাফ কথা, দুই দশক বাদে মিজোরামে ফিরে গিয়ে ব্রু জনজাতিদের জীবন-জীবিকা নিরাপদে কাটবে, তা কেন্দ্রীয় সরকারকেই সুনিশ্চিত করতে হবে। তবে, মিজোরাম সরকারও এ-ক্ষেত্রে দায় এড়াতে পারবে না। তাঁদের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করা হোক, তাই এই অভিযান শুরু হয়েছে, বলেন তাঁরা।

প্রাঙ্গন

খুদে ফ্যানের অটোগ্রাফ নিলেন বিরাট

জামাইকা: ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন ক্যাপ্টেন কোহলি। ভারত অধিনায়ক হিসেবে প্রথমবার টানা ক্যারিবিয়ানে টেস্ট সিরিজ জয়ের নজির গড়েছেন বিরাটের ভারত। সোমবার কিংস্টনে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২৫৭ রানে হারিয়ে দুই টেস্টের সিরিজ ২-০ জিতে নেয় কোহলি অ্যান্ড কোং। ক্যারিবিয়ান সফর শেষে বছর সাতেকের এক খুদে ভক্তের কাছ থেকে অটোগ্রাফ নিলেন ক্যাপ্টেন কোহলি। স্ত্রী অনুষ্কার সামনে বিরাটের এই অটোগ্রাফ নেওয়ার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জিতে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দারুণ শুরু করেছে ভারত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই টেস্টের সিরিজ ২-০ জিতে ১২০ পয়েন্ট নিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্ট তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে টিম কোহলি। এই মুহূর্তে ক্রিকেটবিশ্বে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বিরাটের ব্যাট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টেস্ট সিরিজে সেঞ্চুরি না-পেলেও ওয়ান ডে সিরিজে টানা দু"টি সেঞ্চুরি এসেছে বিরাটের ব্যাট থেকে।প্রতিনিয়ত সারা বিশ্বে ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে বিরাটের। সেই তালিকায় বয়সের কোনও মাপকাঠি নেই। সাত থেকে সত্তর সব বয়সেই ভক্ত রয়েছে বিরাটের। ক্যারিবিয়ান সফর শেষে দেখা গেল এক অদ্ভূত ঘটনা। জামাইকায় বিরাটরে অটোগ্রাফ নিতে আসা এক সাত বছরের খুদের ভক্তের কাছ থেকেই অটোগ্রাফ চেয়ে বসেন বিরাট। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা। হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ালেন বিরাট বলেন, "একটু দাঁড়াও! ওর অটোগ্রাফ চাই।" পাশেই তখন আর একজন বিরাটের অটোগ্রাফের প্রত্যাশায়। অনুষ্কাকে থামতে বলে খুদে ভক্তের হাতে থাকা চিরকুটে অটোগ্রাফ চেয়ে নিলেন বিরাট।এক বিরাট ভক্ত টুইটারে এই ভিডিও পোস্ট করে লেখেন, "আমার সাত বছরের ভাইপো জামাইকা টেস্ট দেখতে গিয়েছিল। কোহলির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, যখন কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিল না। যখন ও বিরাটের কাছে গিয়ে বলে "আপনি কি আমার অটোগ্রাফ চান?" বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে এক নম্বর টেস্ট দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কোহলি।ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ জিতে অধিনায়ক হিসেবে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ছাপিয়ে যান কোহলি। এতদিন ভারত অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ২৭টি টেস্ট জয়ের রেকর্ড ছিল ধোনির। কিন্তু সোমবার জামাইকায় টেস্ট জিতে ছাপিয়ে যান ধোনিকে। সেই সঙ্গে ভারতের সর্বাধিক টেস্ট জয়ী অধিনায়ক হন বিরাট।ধোনি ৬০টি টেস্টের মধ্যে ২৭টি জিতেছিলেন। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিরুদ্ধে সিরিজ জিতে ধোনিকে টপকে যান কোহলি। তবে অ্যান্টিগুয়ায় প্রথম টেস্ট জয়ের পর তিনি দেশের বাইরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বেশি টেস্ট জয়ের রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় টেস্ট জিতে বিরাট ছাপিয়ে যান ধোনিকে।

নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে মিসবা উল হককে

নজরবন্দি ব্যুরোঃ বাইশ গজে পাকিস্তানের জার্সি গায়ে ব্যাটিং স্তম্ভ হয়ে উঠেছিলেন প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক মিসবা উল হক। বিশ্বকাপে পাক ক্রিকেট দলের ভরাডুবির পর পাক ক্রিকেট বোর্ড নড়েচড়ে বসেছিল। শেষমেশ অস্ট্রেলীয় মিকি আর্থারকে পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের হেডস্যার থেকে সরিয়ে নয়া কোচ করা হল প্রাক্তণ পাক অধিনায়ক মিসবা উল হককে। সঙ্গে বোলিং কোচ করা হল ওয়াকার ইউনিসকে।পাক ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসেবে মিসবা উল হক ৫৬ টি টেস্টের মধ্যে ২৬ টিতে জয়ের মুখ দেখেছেন।১৯ টি টেস্টে হারের মুখ দেখতে হয়েছে আর ১১ টি টেস্ট ম্যাচ ড্র হয়েছে। ৮৭ টি একদিনের আন্তজার্তিক ক্রিকেটে পাকিস্তান মিসবার অধিনায়কত্ব ৪৫ টি ম্যাচের জয়ের মুখ দেখেছে আর ৩৯ টি ম্যাচ হেরেছে, ড্র করেছে ২ টি এবং একটি ম্যাচ অমীমাংসিত থেকেছে। পাক ক্রিকেটে মিসবা উল হক একমাত্র অধিনায়ক যিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় করেছেন। টি -২০ ক্রিকেটেও মিসবার নেতৃতবে পাক ক্রিকেট দল ছয়টি ম্যাচ জিতেছে আর দুটি ম্যাচ হেরেছে। ব্যাটসম্যান হিসেবে মিসবা উল হক ২০১৪ সালে আবু ধাবিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে মাত্র ২১ বলে অর্দশতরান করে ফেলেন, যা টেস্ট ক্রিকেটে রেকর্ড হয়ে রয়েছে।শুধু তাইই নয় মিসবা উল হক বিশ্বের একমাত্র ব্যাটসম্যান যিনি নিজের ওডিআই কেরিয়ারে বিনা শতরানে ৪২ অর্দশতরানের মালিক হয়ে আছেন(৫,১২২ রান)। এছাড়াও মিসবা উল হকের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরোও বেশ কয়েকটি রেকর্ড। ২০০৯ সালে পাক ক্রিকেট দল আইসিসি টি-২০ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ওই চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য ছিলেন মিসবা উল হক। আইসিসি টি-২০ ফরম্যাটে ক্রিকেটারদের ক্রমতালিকায় টানা ৩১৩ দিন এক নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে জায়গা ধরে রেখেছিলেন মিসবা। এখন দেখার নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে মিসবা উল হক এবং ওয়াকার ইউনিস পাক ক্রিকেট দলকে উইনিং ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনতে পারে কিনা।

বাঁশি বাজালেন শিখর ধাওয়ান! শুনলে মুগ্ধ হয়ে যাবেন

এএনএম নিউজ ডেস্ক: ব্যাট হাতে বাইশ গজে বোলারদের ঘুম কেড়ে নেন তিনি। কিন্তু সেই ব্যাট ধরা হাতের যাদুতেই যদি ফুটে ওঠে মধুর সুর! হেঁয়ালি নয়, বংশীবাদকের অবতারে এভাবেই সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ওপেনার শিখর ধাওয়ান। একেবারে পাকা বংশীবাদকের মতো সুরের মুর্ছনায় সবার মন জয় করে নিলেন গব্বর। ওপেনার ব্যাটসম্যানের বাঁশির সুরে মোহিত নেটিজেনরা। প্রতিভাবান ক্রিকেটারের আড়ালে যে এক বংশীবাদকও লুকিয়ে, তা কে জানত!

গন্ডার সংরক্ষণের জন ব্যাট ধরলেন হিটমান

রোহিত শর্মা একজন আদপান্ত পশুপ্রেমী। ভারতের সীমিত ওভারের ভাইস কাপ্টেন এবার গন্ডার সংরক্ষণের জন বাট ধরলেন। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল রাইনো ডে বা বিশ্ব গণ্ডার দিবস। সেই উপলক্ষে ডব্লিউডব্লিউই ইন্ডিয়া ও অ্যানিমাল প্লানেটের সঙ্গে রোহিত ফর রাইনোস প্রচার শুরু করলেন টিম ইন্ডিয়ার হিটমান। এক শৃঙ্গ গন্ডারদের সংরক্ষণের জনই কথা বলবেন রোহিত।এই মুহূর্তে পৃথিবীতে প্রায় ৩৫০০ এক শৃঙ্গ গন্ডার রয়েছে। তার মধে ৮৫ শতাংশই ভারতের। কিন্তু এই প্রাণীই আজ বিপন্ন, জীবন সঙ্কটের সামনে দাঁড়িয়ে। চোরাশিকারিদের উপদ্রপ থেকে শুরু করে বাসস্থানের অভাব। একাধিক সমসায় জর্জরিত এই প্রজাতি। এসব নিয়েই সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এগিয়ে আসছেন রোহিত।রোহিত তার নতুন প্রজেক্টের বাপারে জানালেন, "এই পৃথিবীর বাসিন্দা হিসাবে আমাদের কর্তবের মধে পড়ে অনান প্রজাতিদের রক্ষা করা। ভবিষতে আমাদের হাতে। আমাদের সন্তানদের কথা ভেবেই এই বিশ্বের অসাধারণ জীব বৈচিতর্য তাদের জনও উপভোগ করার ববস্থা করে দেওয়া। আশা করব আমার এই অভিযান বাকিদেরও অনুপ্রাণিত করবে।"

ভারতীয় দলের জন্য স্টাফ সিলেকশনের বৈঠক,দরজা ঠেলে ঢুকে গালাগাল করলেন সঞ্জয় বাঙ্গার

সঞ্জয় বাঙ্গার সেই বিশ্বকাপ থেকে বারবার শিরোনামে এসেছেন। কোনোটাই সেরকম ভালো কোনও কারণে নয়। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে সাত নম্বরে ব্যাট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাঙ্গার। তারপর সবটাই ইতিহাস। যা দুঃখের ইতিহাস। এরপর যা করলেন বাঙ্গার তা এবার শালীনচতার পর্বও ছাড়াল।রবি শাস্ত্রী ও তাঁর সাপোর্ট স্টাফদের সকলেরই চুক্তি পুনর্নবীকরণ হয়েছে শুধু মাত্র নাম কাটা গেছে সঞ্জয় বাঙ্গারের। হুঙ্খুজ্জ নিজেদের বিজ্ঞাপন যখন দিয়েছিল তখন পুরনোদেরও পুরো সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তখন ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্টাফ সিলেকশনের বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানেই দরজা সশব্দে খুলে ঘরে ঢুকে পড়েন সঞ্জয় বাঙ্গার।নির্বাচক কমিটির সদস্য দেবাং গান্ধিকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করেন। টিম ম্যানেজার সুব্রহ্মমন্যম নিজের রিপোর্টে এই বিষয়টি জানিয়েছেন। রবি শাস্ত্রী এই বিষয়ে কীভাবে মত জানান তারওপর নির্ভর করছে সঞ্জয় বাঙ্গারের বিরুদ্ধে বিসিসিআই কী পদক্ষেপ নেয়।। ৷করি খুইয়ে নির্বাচক কমিটির সদস্যকে গালিগালাজ করার অভিযোগ সঞ্জয় বাঙ্গারের বিরুদ্ধে

ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে তিনি আর থাকবেন না, এটা আন্দাজ করে নির্বাচক কমিটির সদস্য দেবাং গান্ধীকে গালিগালাজ করেছিলেন সঞ্জয় বাঙ্গার। এমনই খবর পাওয়া গিয়েছে ইংরেজি দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়ার তরফে।এই সূত্রকে উদ্ধৃত করে দৈনিকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, "কোচ বাছাইয়ের জন্য সাক্ষাতকার পর্ব চলার মাঝখানেই নির্বাচক কমিটির ঘরে ঢুকে পড়েন তিনি। সেখান উপস্থিত নির্বাচক কমিটির এক সদস্যকে গালিগালাজও করেন তিনি। নির্বাচকদের সতর্ক করে তিনি জানান, তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হলে গোটা ভারতীয় দল বিদ্রোহ করবে।"উল্লেখ্য, গত ২২ আগস্ট ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং কোচের ব্যাপারে তিনজনের একটি তালিকা তৈরি করে এমএসকে প্রসাদ নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি। এই তালিকায় প্রথমে থাকা ব্যক্তিদেরই প্রাধান্য দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী আগের কোচিং স্টাফেদের মধ্যে বোলিং কোচ হিসেবে ভরত অরুণ এবং ফিল্ডিং কোচ হিসেবে আর শ্রীধর পুরনো জায়গায় বহাল রয়ে গেলেও, ব্যাটিং কোচ হিসেবে সঞ্জয় বাঙ্গারের বদলে রাখা হয়েছে বিক্রম রঠৌরকে।যদিও এটাও ঠিক যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিজ্ঞতার নিরিখে রঠৌরের থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন বাঙ্গার। কারণ, মাত্র ৬টা টেস্ট এবং ৭টা একদিনের ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে রঠৌরের।

ওমানের বিপক্ষে ভয়ডরহীন ফুটবলের ডাক গুরপ্রীতের

গুয়াহাটি: মঙ্গলবারই আত্মপ্রকাশ করেছে ২০২২ কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের লোগো। আর বৃহস্পতিবার মরুদেশে বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করছে ভারতীয় দল। সামনে শক্তিশালী ওমান। ২০১৮ একটি প্রীতি ম্যাচে শেষবার ওমানের মুখোমুখি হয়েছিল ভারতীয় দল। সেই ম্যাচ অমিমাংসিত অবস্থায় শেষ হলেও ফিফা স্বীকৃত কোনও টুর্নামেন্টে এখনও অবধি ওমানের বিরুদ্ধে জয় অধরা ভারতের।কিন্তু ২০২২ বিশ্বকাপ ও ২০২৩ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে পরিসংখ্যান নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন ভারতীয় দলের গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু। বরং বৃহস্পতিবারের ম্যাচে খেলতে নামার আগে "অর্জুন" গুরপ্রীতের সাফ কথা ওমানকে হারানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এই ভারতীয় দলের। তবে সেক্ষেত্রে দল হিসেবে ভয়ডরহীন ফুটবল খেলার ডাক দিয়েছেন জাতীয় দলের ল্যাঙ্কি গোলরক্ষক।যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে গুরপ্রীতের কথায়, "আমরা নিজেদের শক্তি অনুযায়ী জয়ের জন্যই মাঠে নামব। আশা করছি পুরো পয়েন্ট সংগ্রহ করে যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বে একটা দুর্দান্ত শুরু করব।" একইসঙ্গে জাতীয় দলের গোলরক্ষকের সংযোজন, "আমাদের একটা ইউনিট হিসেবে ঐক্যবদ্ধ ফুটবল উপহার দিতে হবে। ভালো শুরু করাটা দলের পক্ষে ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ।" ২০১৮ প্রীতি ম্যাচে ওমানের বিরুদ্ধে ভালো ফলাফল দলকে বাড়তি মোটিভেশন জোগালেও বৃহস্পতিবারের ম্যাচেই প্রত্যেকের ফোকাসটা থাকা উচিত বলে মনে করেন সান্ধু।প্রস্তুতি হিসেবে গত মাসে গোয়ায় শিবির করেছে ভারতীয় দল। এছাড়া ক্রোট কোচ ইগর স্টিম্যাচ দায়িত্বভার গ্রহণের পর বিভিন্ন প্রতিযোগীতা মিলিয়ে ৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন সুনীলরা। সবমিলিয়ে যোগ্যতা অর্জন পর্বে নয়া কোচের নয়া খেলার ধরন মাঠে যথার্থ পরিবেশন করার অপেক্ষায় ভারতীয় দল। ঘরের মাঠের জনসমর্থনও এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করেন সান্ধু। ওমানের পর ১০ সেপ্টেম্বর গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ কাতারের মোকাবিলা করবে ভারতীয় দল। গ্রুপের বাকি দুই সহজ প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ।গুয়াহাটি পৌঁছে কোচ ইগর স্টিম্যাচ জানিয়েছেন, "ওমানের মত শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ম্যাচ সহজ হবে না। তবে ঘরের মাঠে জয়ের জন্য দলের ফুটবলাররা নিজেদের উজাড় করে দেবে।"

২০২২ কাতার বিশ্বকাপের প্রতীক প্রকাশ করল ফিফা

২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপের প্রতীক প্রকাশ করল ফিফা ও কাতার। থ্রি-ডি প্রোজেক্টরের মাধ্যমে সেই ভিডিও সর্বসমক্ষে দেখানোও হল। পরে সেই ভিডিও টুইটারে পোস্ট করে ফিফা। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ গোটা বিশ্ব।কাতারের রাজধানী দোহাতে ফিফা ও কাতারি অর্গানাইজিং কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার প্রকাশিত হয় ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপের প্রতীক।প্রতীকের মাধ্যমে টুর্নামেন্টর সম্পূর্ণ পরিকাঠামো ও শীতকালীন সূচি সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফুটবল বিশ্বকাপের ট্রফির আদলেই তৈরি হয়েছে এই প্রতীক।দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র, মরুভূমি দিয়ে শুরু হচ্ছে এই ভিডিও। তারপর একে একে কাতারের সংস্কৃতি, ফুটবল, উন্মাদনা, একাত্মতা, মেলবন্ধন ওই ভিডিও-এ দেখানো হয়েছে।কাতার ছাড়াও নিউ ইয়র্ক, বুয়েনোস আইরেস, সাও পাওলো, সান্টিয়াগো, মেক্সিকো সিটি, জোহানেসবার্গ, লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, মিলান, মাদ্রিদ, মস্কো, মুম্বই, সিওল এবং তুরস্কের দশটি জেলায় বহুতলে থ্রি প্রোডেকশনের মাধ্যমে এই ভিডিও দেখানো হয়েছে।

কমনওয়েলথ থেকে বাদ শ্যুটিং, চিঠি লিখলেন কিরেণ রিজিজু

২০২২-র কমনওয়েলথ গেমসে শ্যুটিং অন্তর্ভূক্ত করার আবেদন জানিয়ে ব্রিটেনের সেক্রেটারি (ক্রীড়া) নিকি মর্গ্যানকে চিঠি লিখলেন ভারতের ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। ভারত যে বিষয়টি ভালোভাবে নিচ্ছে না, তাই ওই চিঠিতে স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন রিজিজু।১৯৭৪ সালের পর ফের কমনওয়েলথ গেমস থেকে শ্যুটিং ইভেন্ট বাদ দেওয়া হয়েছে। কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট লোউসি মার্টিন বলেছেন, শ্যুটিং বাধ্যতামূলক ক্রীড়ার মধ্যে পড়ে না।কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। ২০২২-র বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমস বয়কট করার হুমকি দেয় তারা। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন।প্রথমে বিষয়টিতে সেভাবে নাক না গলালেও অবশেষে পদক্ষেপ নিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। ২০২২-র কমনওয়েলথ গেমসে শ্যুটিং অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানিয়ে ব্রিটেনের সেক্রেটারি (ক্রীড়া) নিকি মর্গ্যানকে চিঠি লিখলেন তিনি। রিজিজু লিখেছেন, শ্যুটিং ভারতে যথেষ্ঠ জনপ্রিয় এবং ভারতীয়রা এই খেলায় বেশ দক্ষ। কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনের সিদ্ধান্তে তাঁরা ক্ষুব্ধ বলেই ব্রিটেনের সেক্রেটারি (ক্রীড়া) নিকি মর্গ্যানকে লিখেছেন রিজিজু।চলতি বছর শ্যুটিং-র বিশ্বকাপ ইভেন্টে ১৬টি সোনা জেতে ভারত। তার সূত্র টেনে রিজিজু লিখেছেন, কমনওয়েলথ গেমসে শ্যুটিং অন্তর্ভূক্ত করলে ভারত বেশ কয়েকটি পদক পাবে।

কিংস ইলেভেন ছেড়ে দিল্লি ক্যাপিটালসে অশ্বিন

নয়াদিল্লি: বিগত দু"টি মরশুমে তাঁর অধিনায়কত্বে বিশেষ কোনও সাফল্য পায়নি দল। উলটে দলে রবিচন্দ্রন পারফরফরম্যান্স নিয়ে খুব একটা খুশি ছিল না কিংস ইলেভেন পঞ্জাব ফ্র্যাঞ্চাইজি। তাই নতুন মরশুমে বাণিজ্যিক চুক্তিতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল দিনকয়েক আগেই।এমতাবস্থায় এই ফিঙ্গার স্পিনারকে নিজেদের দলে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালস মেন্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে এসে দিল্লি মেন্টর জানিয়েছিলেন অশ্বিনকে দলে পেলে খুশি হবেন তিনি। সৌরভের ইচ্ছে অনুযায়ী শেষমেষ ঠিকানা বদলে আগামী মরশুমের জন্য দিল্লি ক্যাপিটালসেই চূড়ান্ত হয়ে গেলেন রবি অশ্বিন। ২০১৭ সপ্তম ও ২০১৮ ষষ্ঠস্থানে শেষ করার পর অধিনায়ককে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করল প্রীতি জিন্টার কিংস ইলেভেন।অশ্বিনের দলবদলের বিষয়টি এখন শুধু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অনুমোদনের অপেক্ষায়। এরপর খুব শীঘ্রই সরকারীভাবে তা ঘোষণা করা হবে। প্রীতি জিন্টার দলে পরবর্তী অধিনায়ক কে হবেন, তা চূড়ান্ত হবে প্রধান কোচ নির্বাচনের পরেই। ২০১৪ রানার্স হওয়ার পর গত পাঁচ মরশুমে প্লে-অফে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি কিংস ইলেভেন। এমনিতেই আইপিএলের ১১টি সংস্করণে এখনও ট্রফিহীন পঞ্জাবের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি।সম্প্রতি ক্যারিবিয়ান সফরে টেস্ট স্কোয়াডে থাকলেও প্রথম একাদশে অটোমেটিক চয়েস হিসেবে নিজের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন অশ্বিন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দু"টি টেস্টের একটিতেও দলে সুযোগ পাননি এই ৩২ বছরের দক্ষিনী স্পিনার। কিংস ইলেভেনের হয়ে ২৮টি ম্যাচে ২৫ উইকেটের পাশাপাশি ব্যাট হাতে ১৪৬ রান রয়েছে অশ্বিনের ঝুলিতে।এদিকে ২০১৯ কিং ইলেভেনের দায়িত্বে থাকা মাইক হেসন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। ভারতীয় দলের কোচের পদে আবেদন করার কারণে পঞ্জাবের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটির কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন এই কিউয়ি কোচ। শেষমেষ ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে নির্বাচিত না পারলেও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট অপারেশন হিসেবে নয়া দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তিনি।

Corrigendum

in reference to the NIT called by the undersigned vide No.F.6 1/L.P.C./Tender/Quotation/Store/SDFO/TSD 2018-19/4521-56 date 21/08/2019 and abridged Notice sent to the Director, ICA, Agartala, Tripura vide no. F.6-1/L.P.C./Tender/Quotation/Store/SDFO/TSD 2018-19/4559 date 21/08/2019 please read the following:

1) Terms and Condition: Sl. No.1 (para 1): "The security money shall be forfeited .... Within 30 days of supply order" instead of "The security money shall be forfeited .... within 15 days of supply order" 2) Terms and Condition: Sl. No.6 [para ix(f)]: "I certify that I have gone through............ ....while supplying the materials" instead of "I certify that I have gone through............ ....while supplying the animal feeds" 3) Sl. No.15: "The lowest rate quoted by the tenderer will be determined............ comparison of total rate i.e. including CGST/SGST/IGST and carrying cost to the work site" instead of" The lowest rate quoted by the tenderer will be determined.. ....of comparison of basis rate i.e. excluding CGST/SGST/IGST and carrying cost". 4) Sl. No.17: "EMD shall not be applicable..........................documentary evidence to be submitted that effect" instead of "EMD/SDM shall not be applicable.......................... documentary evidence to be submitted that effect".

Also, Please treat the point no. (i) and Point no. (vii) of Sl. No. 16 to be deleted.

ICA/C-1015/19

Sd
[K. G. Roy, TFS]
Sub-Divisional Forest Officer
Teliamura Forest Sub-Division

Press Tender Notice No.02/SF(KGT)/2019-20/ Dt. 2/09/2019

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bona fide Fish Seed Growers (Individual/Fishery Based SHGs/MSS Ltd.) of Kumarghat Block and Kumarghat MC under KUMARGHAT Subdivision producing available quantity fish fingerling in their owned/leased out water bodies for supply of Major Carp Fingerlings in different GP/VC of Kumarghat Block and Kumarghat MC areas under Kumarghat Sub division during the year 2019-20 to implement different schemes/ programmes under Annual Action Plan 2019-20. The last date of receipt of the tender is 12/09/2019 up to 4.00 PM. The dropping of tender will be eligible for only within Kumarghat Block and Kumarghat MC area under Kumarghat Subdivision. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before 11/09/2019, on any working days for collection of tender form and detail terms and condition.

ICA/C-1020/19

(G.Sherpa)
Supdt. of Fisheries
Kumarghat, Unakoti Tripura

No.F.5(22)-SH&SC(KGT)/2019-20/ 6303.Dated: 27th Aug 2019

2nd Call

Content of the Advt.

NOTICE INVITING TENDER FOR INTERNAL CARRYING OF DIFFERENT PLANTING MATERIALS, SEED POTATO & OTHER SEEDS UNDER KUMARGHAT HORTI. SUB-DIVISION FOR THE YEAR 2019-20

Tender for internal transport of planting materials, seed potato & other seeds under Kumarghat Horti. Sub-Division during the year of 2019-20 are invited on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied & resourceful transport/carrying contractors of Indian Nationality having financial stability & expertise for carrying Planting Materials & seed Potato within & outside of this Horti. Sub-Division as mentioned below in the prescribed form, which may be available from the office of the undersigned during the office hours of any working day up to 48 hours before the scheduled time of dropping the tender.

The sealed quotation will be received in the Tender Box of Office of the Supdt. of Horti. & Soil Conservation, Kumarghat Horti. Sub-Division, Unakoti Tripura, on 17/09/2019 from 11:00 am to 2:00 p.m & will be opened in the office of the undersigned on 17/09/2019, at 2:30 pm, if possible.

Sl No.	Name of Item	Nos/ Qtl.	Rate per Km.		
			Rs. In figures	Rupees in words	Remarks
1.	Coconut seedling	100nos			
2.	Arecanut seedling in polybag	100nos			
3.	Mango Graft in polybag	100nos			
4.	Banana Sucker	100nos			
5.	Orange seedling in polybag	100nos			
6.	Sweet orange (musambi) Seedling in polybag	100nos			
7.	Lemon seedling in polybag	100nos			
8.	Seed potato in bag	100nos			

ICA/C-1007/19

(Ar. Priyatosh Sarkar)
Supdt. of Horti. & Soil Cons.
Kumarghat Horti. Sub-Division.
Kumarghat, Unakoti Tripura.

CMYK

বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতার পেশার সম্মান জানিয়ে ছোট ক্লাসের পড়ুয়াদের পাঠ দিয়েছে উচু ক্লাসের পড়ুয়ারা। ছবি- নিজস্ব।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে তার সরকার বাংলাদেশের পাশে থাকবে : অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৪।। অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারিচে পেইনি বলেছেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে তার সরকার বাংলাদেশের পাশে থাকবে।তিনি বুধবার কক্সবাজারের উখিয়ায় বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনকালে উপস্থিত সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।মারিচে পেইনি, রোহিঙ্গাদের মানবিক আশ্রয় ও সহায়তা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অষ্ট্রলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুধবার সকালে কক্সবাজার পৌঁছেন এবং বেলা ১২টার দিকে উখিয়ার বালুখালী ক্যাম্প পদির্শন করেন।এ সময় মারিচে পেইনি সেভ দ্যা চিলড্রেন পরিচালিত একটি শিশু শিা কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। তিনি রোহিঙ্গা শিশু এবং নারী-পুরুষের সাথে কথা বলেন ও তাদের খোঁজ-খবর নেন।

অষ্ট্রেলিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন ত্রাণ কার্যক্রমও পর্যবেণ করেন। তিনি দুপুরে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ত্যাগ করেন।অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ৩ দিনের সফরে মঙ্গলবার বাংলাদেশে এসেছেন।

ইউএপিএ সংশোধনী আইনে সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা চার

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সংশোধিত বেআইনী কর্মকাণ্ড (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) আওতায় মাসুদ আজহার, হাফিজ সঈদ, দাউদ ইব্রাহিম, জাকি-উর-রহমান লকভী-কে সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করা হল। জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহার ও লস্কর-ই-তইবার প্রতিষ্ঠাতা হাফিদ সৈয়দকে এই নতুন আইনে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিক্রি কম হওয়ায় দু'দিন উৎপাদন বন্ধ করল মারুতি সুজুকি

মুম্বাই, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মারুতি সুজুকির নতুন ঘোষণা কার্যত তামাম শিল্পমহলে হইচই ফেলে দিল। বিক্রি কম হওয়ায় দু'দিন উৎপাদন বন্ধ করল মারুতি। বুধবার সকালে বিবৃতি প্রকাশ করে মারুতি জানিয়ে দিল, আগামী ৭ ও ৯ সেপ্টেম্বর গুরুগ্রাম ও মানেসরে তাদের দুটি প্ল্যান্টে কোনও কাজই হবে না। এই দুদিন 'অনুৎপাদক দিন' বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ ওই দিন কোনও গাড়ি তৈরি হবে না।

সংস্থার তরফে এর অতিরিক্ত কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু শিল্প মহলের কর্তারা মনে করছেন, এর বার্তা পরিষ্কার। জুলাই মাসেই গাড়ি ব্রিক্রি প্রায় ৩০ শতাংশ কমেছে। আগস্ট মাসের পরিসংখ্যান আরও ভয়াবহু। প্যাসেঞ্জার করা তথা সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহারের জন্য গাড়ি এবং ট্রাক বিক্রি দুই কমেছে। সামগ্রিক ভাবে প্যাসেঞ্জার কার বিক্রি কমেছে প্রায় ৫০ শতাংশ। ট্রাক বিক্রি কমেছে ৬০ শতাংশ। পর্যবেক্ষকদের মতে, ট্রাক বিক্রি কমে যাওয়া অর্থনীতির বড় সূচক। এর মানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের গতি শ্লথ হচ্ছে। দেশের দুটি প্রধান ট্রাক নির্মাতা সংস্থা অশোক লেল্যান্ড এবং টাটা মোটরসের ট্রাক বিক্রি কমেছে যথাক্রমে ৭০ শতাংশ এবং ৫৮ শতাংশ। মারুতির গাড়ি বিক্রিও কমছে হু হু করে। এমনিতেই অগস্ট মাসে গাড়ি উৎপাদন ৩৩.৯৯ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। জুলাইতে তারা উৎপাদন কমিয়েছিল ২৫ শতাংশ। অর্থাৎ ক্রমশ উৎপাদন কমানো হচ্ছে।

১ সেপ্টেম্বর মারুতির তরফে জানানো হয়েছে, তাদের গাড়ি বিক্রি কমে গিয়েছে ৩৩ শতাংশ। গত বছর অগস্ট মাসে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার গাড়ি বিক্রি হয়েছিল। সেই তুলনায় এ বছর অগস্ট মাসে তাদের গাড়ি বিক্রি হয়েছে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৪১৩টি। অল্টো, ওয়াগন-আর, সেলেরিও, ইগনিস, সুইফট, ব্যালেনো এবং ডিজায়ার মিলিয়ে গত বছর অগস্টে ১ লক্ষ ২২ হাজার গাড়ি তৈরি হয়েছিল। তা কমে এ বার হয়েছে ৮০ হাজার ৯০৯। অর্থাৎ এই গাড়িগুলোর উৎপাদন ৩৪ শতাংশ কমেছে। এই পরিস্থিতিতে গাড়ি শিল্পে বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। অনেকের মতে, প্রায় দশ লক্ষ কর্মী ছাঁটাই হতে পারে এই শিল্পে। মারুতির এদিনের ঘোষণা তাই তাঁরা অশনিসংকেত হিসাবেই দেখছেন।

প্রতিহিংসার রাজনীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ শিবকুমারের গ্রেফতার প্রসঙ্গে দাবি শশীর

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমারের গ্রেফতারিকে প্রতিহিংসার রাজনীতি হিসেবে আখ্যা দিলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

এদিন শশী থারুর জানিয়েছেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সব চেয়ে বড় উদাহরণ ডি কে শিবকুমারের গ্রেফতারি। এমন এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে যিনি শুরু থেকে তদন্ত প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে আসছিল। এমনকি তাঁর বাসভবনে বহুবার হানা দেয় তদন্তকারি দলগুলি। প্রতিটি তদন্তে সহায়তা করেছিলেন শিবকুমার। সরকার বিরোধীদের কণ্ঠস্বর শুনতে চাইছে না। বিরোধীদের কণ্ঠস্বর রোধ করতে চাইছে প্রশাসন।

জাতীয় নাগরিকপঞ্জী প্রসঙ্গে শশী থারুর জানিয়েছেন, জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর প্রক্রিয়া নিয়েও আরও মনযোগী হওয়া উচিত ছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে আর্থিক জালিয়াতির দায়ে ইডির হাতে গ্রেফতার বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার। মঙ্গলবার চর্তুথবারের মতো ইডি দফতরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হয়েছিলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কনকপুরা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডি কে শিবকুমার। জিজ্ঞাসাবাদের পরেই তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি। তার জেরে ইডি দফতরের বাইরে কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ দেখায়। ডি কে শিবকুমারকে প্রিভেনশন অফ মানি লনডারিং আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

নগাঁওয়ের জুরিয়ায় গ্রেফতার মোস্ট ওয়ান্টেড ডাকাত মইনুল

নগাঁও (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নগাঁও জেলার জুরিয়ায় এক কুখ্যাত ডাকাতকে জালে পুরতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তার হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি ৯ এমএম পিস্তল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ডাকাতের নাম মইনুল ইসলাম।

পুলিশের তদন্তকারী অফিসার এই খবর দিয়ে জানান, ডাকাত মইনুল ইসলাম তাদের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় ছিল। নগাঁও জেলায় সংগঠিত বহু ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সে। সে জেলার অন্যতম ডাকাত সর্দার। বহুদিন ধরে তাকে আটক করতে নানা স্থানে জাল পাতা হয়েছিল। কিন্তু তাকে ধরা যাচ্ছিল না।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মেজাজ হারিয়ে অনুগামীকে চড় সিদ্দারামাইয়ার

মাইসোর (কর্ণাটক), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিজের ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে প্রকাশ্যে চড় মেরে বিতর্কে জড়ালেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। বুধবার মাইসোর বিমানবন্দরের বাইরে নিজের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান নাদনেল্লি রবিকে কষিয়ে চড় মারেন সিদ্দারামাইনা। মুহূর্তের মধ্যে এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে নাদনেল্লি রবি জানিয়েছেন, তিনি আমার পিতৃসম এবং আমি তাঁর অনুগামী। তিনি আমার গুরু। ফলে গুরুর চড়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিজেপির কাছে কর্ণাটকে মসনদ হারানোর পর শিবকুমারের গ্রেফতারিকে কার্যত যে সিদ্দারামাইয়া যে ভেঙে পড়েছেন এই চড় তারই ইঙ্গিত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আদালতে আসামীর আত্মসর্ম্পন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর ।। বুধবার সুপ্রীমকোর্টের নির্দেশ মতো, চড়িলামের এখ ব্যক্তি এডিশনাল ডিস্ট্রিক কোর্টে আত্মসমর্পন করেছে। জ্রার নাম আবু তাহের। বাড়ি চড়িলাম রাজীব কলোনী এলাকায়। পেশায় একজন পুলিশকর্মী ছিলেন। বর্তমানে পেনশনার। প্রসঙ্গত, গত এপ্রিল মাসের ১১ তারিখ লোকসভা নির্বাচনের সময় রাজীব কলোনীর একটি বুথ সেন্টারে কয়েকজন বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মারধোর করেন। এমনই অভিযোগ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকগণ। তাছাড়া ঘটনার কিছুদিন পর সে তিনজনের নামে থানায় মামলা করে কিন্তু পুলিশ তাদের কেউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুদিন এলাকার হাতের ছায়া লক্ষ্য করে গিয়েছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করাও হয়েছিল। ঘঠনার সাতদিন পর মুখ্যমন্ত্রী নিজে এলাকায় এসে আহতদের দেখে যান। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত আসামী জাকির হুসেন, আবু তাহের এবং খোকন মিঞা গা ঢাকা দেয়। পরবর্তী সময়ে আগাম জামিন মঞ্জুর খারিজ করে হাইকোর্ট। তারপর সুপ্রিমকোর্টে জামিন চেয়ে সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখ পর্যন্ত জাকির হুসেন জামিন মঞ্জুর করে। তবে অন্য দুজনের মধ্যে আবু তাহের কে চার সপ্তাহের মধ্যে পুলিশের কাছে আত্মসর্ম্পন করতে নির্দেশ দেয় সুপ্রিমকোর্ট। যথা সময়ে নির্দেশমতো বুধবার সকালে অ্যাডিশন্যাল ড্রিস্টিক সেলাম কোর্টে ধড়া দয়ে আবু তাহের।

১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ প্রভাসের সাহুর

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার পঞ্চম দিনে বক্স অফিসে ১০০ কোটি টাকা আয় করল প্রভাস ও শ্রদ্ধা কাপুর অভিনীত সাহু।

সাহু দিয়ে দক্ষিণী ছবির জগতে আত্মপ্রকাশ হয়েছে শ্রদ্ধা কাপুরের। পুরদুস্তুর অ্যাকশন ঘরানার এই ছবিটিতে প্রভাস ও শ্রদ্ধা কাপুর ছাড়াও রয়েছেন মহেশ মাঞ্জরেকর, জ্যাকি শ্রফ, নীল নীতিন মুকেশ, চাঙ্কি পান্ডের মতো বলিউড অভিনেতারা। প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার বাজেটের ছবিটি এখনও পর্যন্ত বক্স অফিসে পর্যাপ্ত ব্যবসা করতে পারেনি। মুক্তি পাওয়ার প্রথমদিন ছবিটি আয় করেছিল ২৪.৪০ কোটি টাকা। মঙ্গলবার পর্যন্ত ছবিটি আয় করেছে ১০২.৩৮ কোটি টাকা। কিন্তু শুধুমাত্র পঞ্চম দিনে ছবিটি আয় নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯.১০ কোটি টাকায়।

সুজিতের পরিচালিত সাহু হিন্দি ছাড়াও তেলেগু, তামিল ভাষায় মুক্তি পেয়েছে। বাহুবলীর পর এই ছবিটি থেকে বড় প্রত্যাশা ছিল সাধারণ দর্শকের। কিন্তু চলচ্চিত্র সমালোচকদের মধ্যে সাহু কোনও বিশেষ প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে।

ভালো আছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অস্ত্রোপচারের পর ছেড়ে দেওয়া হল হাসপাতাল থেকে : বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আহমেদাবাদের কে ডি হাসপাতালে ঘাড়ের পিছন দিকে লাইপোমার জন্য বুধবার একটি ছোট্ট অস্ত্রোপচার হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। বেসরকারি কে ডি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে বিজেপির (ভারতীয় জনতা পার্টি) দলীয় সূত্রের খবর।

হাসপাতালের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের ঘাড়ের পিছনে সাফল্যের সঙ্গে লাইপোমা অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। এই ছোট অস্ত্রোপচারের পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।' লাইপোমা হ''ল ধীরে ধীরে বর্ধিত, চর্বিযুক্ত ছোট টিউমার বিশেষ, অতিমাত্রায় ফ্যাট সেল বেড়ে হয় যা মূলত ত্বক এবং অন্তর্নিহিত পেশী স্তরগুলির মধ্যে অবস্থান করে। বিজেপি জানিয়েছে, অস্ত্রোপচারের পর অমিত শাহকে ছেড়ে দিয়েছে হাসপাতাল। তিনি সুস্থ রয়েছেন। রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতাল গিয়েছিলেন অমিত শাহ। পরে তাঁর লাইপোমা অপারেশন হয়।

আগামী বিজয় দিবসে মোদীকে আমন্ত্রণ জানালেন পুতিন : আমন্ত্রণ গ্রহণও করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও মস্কো, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ২০২০ সালের মে মাসে নির্ধারিত বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অন্যদিকে, ভারতের বিদেশ সচিব বিজয় গোখেল জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আগামী মে মাসে মস্কোয় রাশিয়ান ফেডারেশন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের ৭৫ বছর উদযাপনে যোগ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি পুতিনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

১৯৪৫ সালে নাৎসি জার্মানির আত্মসমর্পণের স্মরণে প্রতি বছর মে মাসে এই বিজয় দিবস উদযাপিত হয় রাশিয়ায়। ১৯৪৫ সালের ৮ মে সন্ধ্যায় নাৎসি জার্মানির আত্মসমর্পণের পর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫ টি প্রজাতন্ত্রে মস্কোর সময় অনুসারে রাত বারোটার পর অর্থাৎ ৯ মে এই বিজয় দিবস প্রথম উদযাপন করা হয়েছিল। আগামী ২০২০ সালের মে মাসে বিজয় দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাশিয়ায় আমন্ত্রণ জানিয়ে পুতিন জানিয়েছেন, 'প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা অবশ্যই আপনার পরবর্তী সফরের অপেক্ষায় রয়েছি। ব্রিকস সম্মেলনে ব্রাজিলে দেখা হবে আমাদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের ৭৫ বছর উদযাপনে আমরা আগামী মে মাসে আপনাকেও দেখতে পাব বলে আশা করি।'

মলদ্বীপে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তোলায় পাকিস্তানকে কটাক্ষ হরিবংশের

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মলদ্বীপে হয়ে যাওয়া চর্তুথ দক্ষিণ এশীয় অধ্যক্ষদের সম্মেলনে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তোলার জন্য দেশে ফিরে পাকিস্তানের নিন্দায় সরব হলেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং।

বুধবার হরিবংশ নারায়ণ সিং জানিয়েছেন সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বৃদ্ধির জন্য চিরস্থায়ী উন্নয়ন। পাকিস্তান কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলে ধরতেই আমরা বলে উঠি এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ভারতের আত্মপরিচয় নিয়ে কেউ যদি প্রশ্ন তোলে তবে তা একেবারে বরদাস্ত করা হবে না। পাকিস্তানকে কটাক্ষ করে হরিবংশ নারায়ণ সিং জানিয়েছেন, এক শিখ তরুণীকে জোর করে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে নিরীহ মানুষকে জোর করে তুলে নিয়ে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। একই চিত্র বালোচিস্তানেও। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশেও একইরকম ভাবে অত্যাচার চালিয়েছিল পাকিস্তান। এখন তারাই আবার মানবাধিকার নিয়ে জ্ঞান দিয়ে চলেছে। এই সম্মেলনের ফাঁকেই বাংলাদেশ, আফগানিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন ভারতের সংসদীয় প্রতিনিধি দল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় অশ্লীল ছবি পোষ্ট প্রেমিকের, অপমানে আত্মঘাতী প্রেমিক

হাসনাবাদ, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সোশ্যাল মিডিয়ায় অশ্লীল ছবি পোষ্টের কররা জন্য আপমানে আত্মঘাতী ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমা হাসনাবাদ থানার ভেবিয়া চৌমাথা নারকেলতলা গ্রামে।

জানা গেছে, একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী গত তিন মাস ধরে বসিরহাট থানার তেতুলতলা গ্রামের বছর আঠাশের যুবক সাইফুদ্দিন মোল্লার সঙ্গে মোবাইল ফোনের মধ্যে পরিচয় হয়। তারপর থেকে একাধিক জায়গায় তাদের আলাপচারিতা। প্রেম-ভালোবাসা মোবাইল ফোনে কথা। এরপরেই পেশায় সেলাই মিস্ত্রি যুবক সাইফুদ্দিন তার ঘনিষ্ঠ মেলামেশাকে অশ্লীল ছবি ও অডিও ফেসবুক ওয়াটস্যাপ ইউটিউবে ছড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ। সেই লজ্জায় পিফা হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী বুধবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। ছাত্রীর দাদা রবিউল গাজী ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা স্থানান্তরিত বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। যুবক সাইফুদ্দিন এই ঘটনার পরে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ছাত্রী অবস্থা আশঙ্কাজনক।তদন্ত শুরু করেছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।